স্বনির্বাচিত কবিতা

রমানাথ ভট্টাচার্য

সপ্তর্ষি প্রকাশ
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

SWANIRBACHITA KABITA
A Collection of Poems
by RAMANATH BHATTACHARYA
Published by ARIJIT KUMAR
Papyrus 2 Ganendra Mitra Lane Kolkata 700 004

Rs. 200.00

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৮

স্বত্ব : শ্যামাশিস ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : কুমারজিৎ

দুশো টাকা

প্যাপিরাস -পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও টেক্‌নোপ্রিন্ট,
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

প্রাক্-কথন

যৌথ কাব্যগ্রন্থ 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া'য় বেরিয়েছিল কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, মতি মুখোপাধ্যায়, পীযূষ ধর ও আমার কবিতা। ১৩৮৩ সালের ২২ শ্রাবণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯ থেকে। প্রকাশক ছিলেন দেবকুমার বসু। এই গ্রন্থ থেকে আমার সাতাশটি কবিতা ও প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৪ থেকে ২০১০ সালে অরিজিৎ কুমার কর্তৃক প্রকাশিত আমার 'এবং অনন্ত ভালো' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত একশত ছাব্বিশটি কবিতার সমাহারে অবয়ব পেল আমার 'স্বনির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থটি। এখানে বলে রাখা ভালো আমার 'এবং অনন্ত ভালো' কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছিল 'নির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থটি বেরুনোর পরে। আর ভুলবশত এই সংকলনে কাব্যগ্রন্থ 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া' থেকেও গৃহীত হয়নি কোনো কবিতা। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতায় কিছু ছাপার ভুল ছিল, সেগুলি বর্তমান গ্রন্থে সংশোধন করা হল।

তরুণ কবি-প্রাবন্ধিক ও গবেষক পার্থ শর্মার লেখা 'কবি রমানাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটি থেকে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া'র উপর লিখিত তাঁর রচনাটিও 'এবং অনন্ত ভালো' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনাটি আমার 'স্বনির্বাচিত কবিতা'য় সংবলিত হল যাতে কাব্যগ্রন্থ দুটির সঙ্গে রসিকজনের নিবিড় পরিচয় হয়। স্নেহনীড় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, এসোসিয়েট ক্রিয়েটিভ হেডকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল। এই সুযোগে এ বইয়ের প্রকাশক, প্যাপিরাসের কর্ণধার অরিজিৎ কুমারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশনাটির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই।

রমানাথ ভট্টাচার্য

মালাড ওয়েস্ট
মুম্বাই-৪০০ ০৬৪

রমানাথ ভট্টাচার্য (১.১২.১৯৪১—৩.১০.২০১৭) এই গ্রন্থটির কাজ সম্পূর্ণ করে গিয়েছেন, গ্রন্থটির প্রুফও তিনি দেখেছেন। দুর্ভাগ্য, গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি।

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
১৮.৩.২০১৮

সূচি

অলিন্দে সূর্যের হাওয়া

প্রথম গ্রন্থ : অলিন্দে সূর্যের হাওয়া ১৫
কবিতার সহজতায় বানভাসি :
এবং অনন্ত ভালো ২০
আঁধারে রুপালি জ্বালো ২৫
বেঁচে থাকে ভালোবাসা ২৫
সর্বশেষ অনুরোধ ২৫
সামান্য মুখর হও ২৬
তবু অন্ধ গ্রহ আমি ২৬
ইচ্ছা হয় ২৬
গৃহী আমি ২৭
ছায়া জ্যোৎস্না জলের সঙ্গীত ২৭
ভালোবাসা ক্ষমা জানে ২৭
অহংকার নিয়ে ২৮
রাজা তুমি ২৮
দুহাত বাড়িয়ে দিতে ২৮
দারুণ অসহ্য তুমি ২৯
মুমূর্ষু জীবন ২৯
হাত ধরে ডাক দিই ২৯
সব কুশলী ডাক্কু ২৯
ঘুরে ঘুরে পথ ৩০
আমি উদ্ধত পাহাড় ৩০
রাতের বেলিগাছের উদ্দেশ্যে ৩০
সাগ্নিক আঁধার ৩১
যদিও পঞ্চমী আমি ৩১
যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয় ৩১
রাজা তুমি-২ ৩২
চাতক আসে ৩২
নীল রোজ ৩৩
জল দিলি তুই ৩৩
গিনির গড়া তারার ঘরে ৩৩

এবং অনন্ত ভালো

প্রাক্-কথন ৩৭
বার-বার আসি যেন ৩৯
তুমি যদি প্রিয়া হও ৩৯
সুনামি ৪০
প্রতিশোধ ৪০
ছোটো মেসো অলি ৪১
সঞ্জীবনী বৃষ্টি করো ৪২
তবু প্রেম পাখা মেলে ৪২
কল্যাণী রমণী হও ৪৩
কাম-প্রেম সখাসখি ৪৪
প্রাণের ক্রন্দন ৪৪
সে আমার সুখ দুখ ৪৫
একদা জীবন ছিল ৪৬
কেন তাঁকে কখনো দেখিনি? ৪৬
ভুলে যদি ভালোবাসে ৪৭
মন্দিরাদি-১ ৪৮
নির্বেদ অনন্ত ভালো ৪৮
কবি এলে ৪৯
রানি-দাসী তুল্যমূল্য ৫০
কবিতা, কল্পনালতা ৫০

গুঞ্জরন ৫১
একবার দেখা তবু ৫১
রাজি যদি হও ৫২
মহাযাত্রা ৫৩
ভাসমান ভূ-ভারতে ৫৩
তুমি চল্যা গেলে বন্ধু ৫৪
এই দুনিয়া ৫৪
অভিমানিনী ৫৫
শিয়রে শমন ৫৫
জীবন মানে ৫৬
সুন্দরী গো ৫৬
শূন্যে যাব চলে ৫৭
কবিতা আসে না ৫৮
মর্মবেদনা ৫৮
ভালোবাসাবাসি ৫৯
যাবার বেলা ৫৯
ছোটো মেসো কাছে এসো ৫৯
পাথরী ৬০
ভালোবাসা আঁকা কপালে ৬১
সোনাঝুরি ৬১
দৈবাৎ ৬২
কী করে প্রেমিকা হবে ৬২
প্রাণে রাখো প্রাণ ৬৩
অন্ধকার-প্রেমী ৬৪
যাস না যাস না ফিরে ৬৪
অন্তরালে রণচণ্ডী ৬৫
ঘুমা-ঘুমা-ঘুমা ৬৬
কেউ যেন জানিতে পারে না ৬৬
স্থায়ী বাড়ি ৬৭
দোলা তুমি কাছে এলে ৬৮
রৌদ্র-জ্যোৎস্না-রাত্রির উদ্দেশে ৬৮
মিছে এ ক্রন্দন ৬৯
উচ্ছল নাগরী ৬৯
পারাবতী ৭০
তোমার বন্দনা করি নারী ৭১
প্রকৃতির বরে ধনী ৭১
উর্বশীর মতো চেয়ে ৭২
প্লাস্টিকের ফুল ৭৩
মেসো তুমি ভালোবাসো ৭৩
অনামিকা প্রেম করে ৭৪
স্বপ্ন ৭৫
পড়োশিনী প্রেম করে ৭৫
হও তৃষ্ণাহর ৭৬
রাঙা বউ প্রেম করে ৭৭
বিয়োগে বিয়োগে যোগ ৭৭
অভিনয় কেন মধুমিতা? ৭৮
ভুলের মাশুল ৭৯
ছোট গেছে নীল দেশে ৭৯
কানে তালা ৮০
কে জ্বালাবে বাতি? ৮১
বিরহ ৮১
প্রণয়-পদ্ধতি সব জানা ৮২
ছোটো মেসো-২ ৮৩
মন্দিরাদি-২ ৮৪
দালাল নগরে বাস ৮৪
বাস কর্ হৃদয়ে আমার ৮৫
প্রেম ৮৬
সুষমার পায়চারি ৮৬
ভাল্ লাগে ৮৭
নদীর দেশের লোক ৮৭
অন্ধকারে আবৃত জগৎ ৮৮
মোহিনী মুম্বই ৮৯
শূন্যগর্ভ অন্ধকার ৯০
আবার আসুন আবার উড়ুন ৯১

সুইট টোয়েন্টি তুই ৯১
আমি তাঁতযন্ত্র এক... ৯২
গৌরী মাসি ৯২
বিরহ-আগুন ৯৩
কল্পনার ফাঁদ ৯৪
...গানে ভাঙে কামাখ্যার ধাম ৯৪
সঙ্গোপনে প্রেম করো ৯৫
জ্যোৎস্না রাতে আও চাঁপাবনে ৯৬
চোখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ৯৬
ছন্দভঙ্গ ৯৭
প্রাণ নাশো দীর্ঘায়ু জনার ৯৮
সঙ্গী হলে ৯৮
মরে গেলে ৯৯
ভালোবাসা বিলাস তোমার ১০০
এই দেহ ১০০
মুচলেকা ১০১
রূপ-সায়রের কেন্দ্রমণি ১০২
নীল কিশোরী-১ ১০২
মনের নারীর খোঁজে ১০৩
সূর্যমুখী ফুল ১০৪
তুমি-১ ১০৪
স্বর্গফুল ১০৫
শীতে মিঠে রোদ ১০৫
ভালোবাসা কৌস্তুভ-রতন ১০৬
আজ আলো কাল কালো ১০৭
গোলাপি তরুণী ১০৮
নিরুত্তর নচিকেতাগণ ১০৮
অলকা নগর ১০৯
নিয়তি ১০৯
নদী বয় ছন্দ তুলে গায় ১১০
অলকা ১১০
রোজ করো বেচাকেনা ১১১
পাখি রে ক'দিন ১১২
ভালোবাসা জ্বালা দোলা ১১২
শালি এবং জামাইবাবু ১১৩
ঈশ্বর ১১৩
কী যে করি কী যে করি ১১৩
প্রথম যেদিন তুমি ১১৪
ভূভারত ডুবে গেছে ১১৫
তরঙ্গিণী হও তুমি ১১৫
জগন্নাথ ১১৬
জীবন নদী আজব চিজ ১১৬
জাদু জানো জাদু জানো ঝুমা ১১৭
স্মৃতিকুঞ্জে ডাকি ক্ষণে ক্ষণ ১১৮

প্রথম গ্রন্থ : অলিন্দে সূর্যের হাওয়া

গ্রন্থনামেই গ্রন্থকারের পরিচয় যদি হয় তবে কবি রমানাথ ভট্টাচার্য ও অন্য তিন কবির সংকলিত এই গ্রন্থ প্রকৃতই কাব্যিক প্রেরণায় মশগুল। জীবনে জীবন যোগ করতে চাওয়াই তো কবির স্বধর্ম কিন্তু তার বাইরেও যে বিস্তৃত কাব্যভুবন, জগৎ জীবন, যে চাওয়া পাওয়ার অনন্ত আকুতি তাকে কি তবে কবি অস্বীকার করতে পারেন। পারেন দূরে সরিয়ে দিতে পৃথিবীর সব আলো অন্ধকারের চিত্রনাট্য, সব কৌতূহল ও পরম্পরার ইতিবৃত্ত! আমরা পাঠক হিসেবে সব প্রশ্নের 'উত্তর জানি না কেবল জানি কবি' যত গাঢ় আর গভীর আর ততই ঘটে যাবে এক অলৌকিক মায়াময় কল্পনার নিঃসরণ। 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া'য় যে কবিতা কবি রমানাথ লিখেছেন পাঠকালে বারংবার এত অবাক হতে হয় এত ধোঁয়াশা জাগে মনে যে এক নবীন কবি তাঁর প্রথম সংকলন এটা! অথচ কী অদ্ভুত, বাত স্বতন্ত্র নিজস্ব নির্মাণ। তিনি কোনো কিছুকেই রেয়াত করেন না এবং আরো বিশেষভাবে যা উল্লেখযোগ্য প্রথম কাব্যচয়নে তিনি নির্মেদ, ভারহীন ; সেখানে কেবল প্রেমের গদগদ উচ্চারণ নয় এ এক অন্যতর জীবন প্রেম, জীবনতৃষ্ণা। এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত মাত্র সাতাশটি কবিতা এত বিচিত্র বিষয় অনুভবী, এক অন্যরকম শব্দ ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে আমাদের বিস্ময়াপন্ন করে।

যাঁর হৃদয়ে স্বদেশ, স্বভূমি; যাঁর হৃদয়ে বাংলা মায়ের স্নেহাঞ্চল ; যাঁর স্বপ্নে নদী আর নৃত্যের দোলা ; যাঁর আকাঙ্ক্ষায় এক সৎ ভবিষ্যতের আকুতি তাঁর সংবেদনশীল লেখনী তো একথা বলবেই ; তাঁর বিষয়ের দুরন্ত সহাবস্থান আমাদের বাহ্যজীবন থেকে অন্তরতর আকুতির কাছাকাছি নিয়ে যায় ; বলে ওঠে—

"হয়ো না প্রবাসী তুমি হাতের কিনারে থেকে বেঁধে নিয়ো ঘর
দেখা হলে দৃষ্টিপাত ছুঁয়ে দিয়ো দুই হাতে জ্যোৎস্না রোদ সবুজ শহর।"

কী অসাধারণ শব্দ বন্ধে হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে জীবনের উত্তাপ তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন। বলেছেন 'জ্যোৎস্না রোদ সবুজ শহর'—এই জীবনবোধই তাঁর জীবনবেদ হয়ে থেকে যায় সারাজীবনের কবিতা কর্মশালায়। তিনি এই সংকলনের কবিতাগুলিতে নবীন কবি রূপে অপরের দ্বারা প্রভাবিত রূপে প্রতিভাত হননি; বরং তিনি বোধে, ব্যাপ্তিতে, ভালোবাসায় আর ভাবনায় ভয়ানক প্রবীণ। কোনো

কবির কাব্যের স্বদেশ স্বভূমি তাঁর প্রকাশেই নির্ধারিত হয়, কবি রমানাথের কবিতামণ্ডলে সেই 'আঁধারে রূপালি' জ্বালা 'রৌদ্রের দেয়ালি'ই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে একথা অনায়াসেই বলা যায়।

কবি বেঁচে থাকেন জীবনভোর তাঁর প্রার্থনায়, পরম্পরায় ও প্রণোদনায়। জীবনের প্রতিটি পল অনুপলে তিনি কঠোর সংযমী, শব্দের বেহিসাবি বেলেল্লাপনা তিনি সহ্য করেননি, তিনি বেঁচে থাকেন জীবনের জীবনমালায়, ভালোবাসার স্বর্ণসম্ভাবনায়—

"নিপুণ দর্শক সেজে ভীড়ের আড়াল থেকে দেখে নিই অনুপম মুখ দেখি
স্বর্ণলতা হাত। বুকে স্নিগ্ধ সাজঘর দেখে নিই মোহিনী শরীর"

কিন্তু এটাই কবির ভাবনার সমাপ্তি নয় এই একরৈখিকতা থেকে তিনি ছুটে চলেন প্রকৃতির গাঢ় উচ্চারণে যেখানে মানব-মানবী সত্তার সঙ্গে পৃথিবীর চেনাজানা, তিনি বলে ওঠেন—

"চোর সেজে ভীড়ের আড়াল থেকে তোমাকে প্রত্যহ দেখে সবুজ
হৃদয়-বেঁচে থাকে ভালোবাসা—জ্যোৎস্নাবৃষ্টি বুকের ভেতর।"

এই জ্যোৎস্নার জগৎময় কারুসাজ তাঁর প্রথম সংকলিত কবিতাগুলির শিরোধার্য হয়ে যায় তিনি অপর নিশ্চল সহানুভূতি ও প্রগাঢ় সম্ভাবনায় লিপিবদ্ধ করে চলেন একটির পর একটি কবিতা, শব্দক্রমে তিনি অর্থাৎ কবি হতে চান দিগ্‌বিজয়ী, দুরন্ত, অনপনেয় এক যোদ্ধা, যিনি ভালোবাসে আলোর আঁধারে জীবনভাষ্য রচনা করেন সহজাত দক্ষতায়—

"ইচ্ছা হয় আলো দিই পৃথিবী আকাশে জ্বলি জ্যোৎস্নার মতন
কারো হাতে ঝর্ণা দিই কাহারো হৃদয়ে ঢালি স্বর্ণরেখা নদী
স্বভাব বিদ্রোহ করে দুইহাতে বয় রক্তস্রোত
ঘাস হয়ে পড়ে থাকি আকাশ আকাশ থাকে সুদূর আলোক।"

ইচ্ছামন্ত্রের সঙ্গযাপনের যুদ্ধং দেহি মানসিকতা কবিকে কবিতার অপার সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; তিনি সন্তরণ করেছেন একূল থেকে ওকূল। জীবনের কুলে কুলে ভেসে ভেসে কবি সমস্ত বোধ আর বিতৃষ্ণা থেকে, প্রেম ও অপ্রেম থেকে, ব্যথা আর আলো থেকে নিজ হৃদয়ে সঞ্চারিত করে নিয়েছেন এক অপূর্বদৃষ্ট আলোকরেখা যা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারে বর্ণমালার আখর, কবিতার অনুক্রম—

"অহংকার নিয়ে সব থাকে রোজ স্বতন্ত্র জগতে
কেউ কারো কাছে যেতে মানা রোজ বজ্রের নিষেধ।

ভালোবাসা পড়ে থাকে মাটির বাসন যেন স্থবির পাথর
কুমেরু অঞ্চলে কেউ, কেউ থাকে সুমেরু শিখরে।"

এই অন্তর্গত বোধের স্রোত কবি হৃদয়কে চালিত করে। তাঁর ভাবনায় বিজারিত হয় নতুনের আগমন ধ্বনি, জ্বলে ওঠে এক অস্ত্যর্থক চলনের ঢেউ। কী অসাধারণ কবি ভাবনার সঞ্চরণ ঘটিয়েছেন বাস্তব ও বোধের জগতে, তাঁর হাতে শব্দ যেন খেলচ্ছলে হয়েছে প্রগাঢ় ও প্রকাশিত—

"দুহাত বাড়িয়ে দিতে কেন দূরবর্তী থাকো প্রত্যহ প্রবাসী
কেন ভাবো অনাত্মীয় সব লোক, বন্ধুহীন তোমার পৃথিবী।
হৃদয় বাড়িয়ে দেখো সব মুখ তোমার মুখের মতো দারুণ সুন্দর
জনগণ বন্ধুলোক, সাধারণ বিশেষ স্বজন।'

কিংবা জীবনের এই জ্বলন্ত কাম প্রেম ও কবোয় মদিরা তাঁর কবিতা কথাকে অনায়াস দক্ষতায় আমোদিত করে তোলে—

"অসহন যৌন রৌদ্র হৃদয় বিছিয়ে দাও জলের মতন
তাহলে মহিষী হয়ে বাঁচতে পারো দীর্ঘজীবী হতে পারো বুকের ভেতর।'

কবি রমানাথের এই প্রথম কবিতাগ্রন্থটি আমরা যত পাঠ করেছি ততই আধুনিকও মননের গাঢ় গুঞ্জরণে ধরা পড়েছে। কবিতাকথার কী অপূর্ব নির্মাণ, যেন স্বচ্ছন্দ গমনশীল এক সুন্দরী ঝরণা। জীবনের ব্যথা কথা প্রেম ও প্রয়োজনকে কত সাধারণভাবে কবিতাকথায় তিনি প্রকাশ করছেন সেখানে কোনো আড়ষ্টতা নেই, কোনো জোরাজুরি নেই, নেই কোনো কষ্ট। যেন হৃদয়ের অন্তরতর এক সত্য কবিকথা হয়ে প্রকাশিত হয়ে চলে—

হাত ধরে ডাক দিই ঢেউ উঠে হৃদয়ে তোমার
আলোর আড়ালে এসে কণ্ঠে রাখ হাত।
পলকে বসনহীন বস্ত্র হাসে পায়
কটি জঙ্ঘা ও পাহাড়ে জ্যোৎস্নার মতো হাসে রোদ।

আবার এই কথাকেই স্বতন্ত্র সন্ধানে 'সাগ্নিক আঁধার' সংযোগে তিনি লেখেন—

'তোমার আঙুল ছুঁয়ে
ছায়ায় দাঁড়িয়ে
দগ্ধ হাত, দেহ এই
নিদ্রাহীন রাত;
গুঁড়োগুঁড়ো সূর্য ঝরে
সাগ্নিক আঁধার।

কবির উপমা প্রয়োগের দক্ষতা এখানে এক স্বতন্ত্র মাত্রায় উদ্‌যাপিত। কত অনায়াস, কত সাবলীল কথায় কী চমৎকার মাধুর্য তিনি ঘটালেন। ঠিক পূর্বের কবিতাতেই তিনি বলেছেন—

"ইচ্ছা হয় সারারাত গন্ধভরা বাতাসী আঁচল
টুকরো-টুকরো করে খাই
সাদাসাদা বাহুর নরমে
পড়ে থাকি সমস্ত রাত্তির ;—
একরাত বহুক জলের স্রোত সত্তার গভীরে
একরাত দারুণ ঘুমিয়ে নিই জ্যোৎস্নার শরীরে।"

এই জ্যোৎস্নার শরীর আশ্লেষ জড়িয়ে থাকে 'যদিও পঞ্চমী আমি' কবিতাতে যেখানে কবি বলেন—

"যদিও পঞ্চমী আমি তবু নই শূন্যতার দীর্ঘ নদীচর
জ্যোৎস্না রৌদ্র ম্লান ক'রে, হৃদয়ের গন্ধ দিয়ে, হাসির সুবাসে
গড়তে পারি জলঘর, রূপসী অঞ্চল।"

'যে পেলোনা জলঘর সজল হৃদয়' কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের জীবনানন্দীয় অনুষঙ্গ হৃদয়ে ভাসে, বনলতা সেনের কাছে কবি যেমন দু'দণ্ডের শান্তি চেয়েছিলেন কবি তেমনই; কবি রমানাথ বলেছেন—

"যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়
সমুদ্র অথবা নদী অক্ষম ভিজিয়ে দিতে তার নখ অথবা আঙুল
অস্নাত সে, সর্বদা আকাশে উড়ো পিপাসী চাতক
কোথাও আছে কি ছায়া যেখানে ঘুমুতে পারে একদণ্ড অনিদ্র পথিক।"

কাব্যের যত গতি বেড়েছে কবি জীবন প্রেমের গভীরতর সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন, বলেছেন—

"প্রতি দেশ রিক্ত নিঃস্ব, শূন্যহাত সুন্দর কাশ্মীর থেকে দ্রাবিড় অঞ্চল
ভিখিরীর মতো ঘুরি, আমার চোখের জলে নীল রোজ দক্ষিণ সাগর।"

আবার—

জল দিলি তুই ফুল দিলি তুই দিলি কোমল বাহুর হার
ইথার জুড়ে ছড়িয়ে দিলি গানের কলি
গোলাপ কুঁড়ি ছড়িয়ে দিলি সবখানে তুই।

ভালোবাসার চাঁদনি দিয়ে রামধনু রং দেয়াল দিলি
সবুজ নীল শ্বেত সোনালি আবাস দিলি

রাজার মতন রাজ্য দিলি ঢেউখেলা নীল মাঠের বাহার।

এই কাব্য আলোচনা শেষ করবার আগে একটি বিশেষ বিষয়ে সামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন; তা হল কবির 'রাজা' চরিত্র এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই ক্রিয়াশীল হয়েছে। কবি রমানাথ ভট্টাচার্য একজন অত্যন্ত সমাজ সচেতন, বিবেকবান কবি, যিনি সামাজিক জীবনের ভালোমন্দের খোঁজখবর রাখেন এবং তার ভালোমন্দের সঙ্গে নিজের ভালোমন্দকে ওতপ্রোত করে দেখেন ও নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। "রাজা" চরিত্রটি এমনই এক সামাজিক ব্যঙ্গের ধারক বাহক। বাংলা কবিতায় এমনভাবে আধুনিককালে একটি বিশিষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিবেকের বক্তব্য প্রকাশ ও ব্যঙ্গাত্মক আধার সৃষ্টি কেবল নতুন তাই নয় বরং অভিনব।

রাজার অত্যাচার আর অবিচারের চরণমালা এমনভাবে কবি বলেন— "আকাশ থেকে ইন্দ্র উধাও সাগর থেকে ঢেউ।" এই কী তবে রাজা, যাঁর হাতে ভালো আর ভালোবাসার খতিয়ান ; তিনি কী এমন এক কৃতঘ্ন জীবন উপহার দেবেন সকলকে যেখানে আইনের বেআইনি তকমাই শেষ কথা হবে—

"পাহাড় তোমার ধ্যান করে, গান গেয়ে নদ বন্দনা করে
তারারা করে চরণসেবা, সূর্য মাথে নীল।"

কিন্তু কবিও সহজে ছেড়ে দেন না সূচাগ্র মেদিনী। তিনি বলেন—

"রাজা, অহংকার নিয়ে দূর থাকো
যেভাবে দিন থাকে রাত থেকে হাজার মাইল দূর
অথবা যেভাবে সুমেরু কুমেরু থাকে দুর্গম দূরত্বে
তাতে কিছুই যায় না আসে না
আমার একটি লোম ওঠে না পড়ে না
আমি ধুলো কিংবা নুড়ি নই, উদ্ধত পাহাড়।"

কিংবা কবির দেখায় রাজার সকর্মক অবস্থান আলো আর কালোর গড়ায়—

"রাজা তুমি দাসীর দল বাইজী নাচে বন্দনা করে রোজ'

এবং পরিণতিতে কবির ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়—

"রাজা তুমি তুমিই প্রভু স্বয়ং ভগবান
তোমার পদ উদক পেতে তাড়ির মতো লোভ
সেবক চাটে গায়ের মধু, আহ্লাদে করে নাচ।
রাজা তুমি তোমার স্তুতি বন্দনাগান রোজ।"

এই রাজা কে ও কেন সেকথা আর নিশ্চয়ই পাঠককে বলে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না, তাঁর ইঙ্গিত আমরা বুঝতে পারি, আর এখানেই তাঁর কবিতার সার্থকতা।

কবিতার সহজতায় বানভাসি : এবং অনন্ত ভালো

কবিতা দেশেদেশান্তরে, কালে-কালান্তরে নানা রূপে নানা ইঙ্গিতে নানা বিভাজিকায় প্রকাশিত। তার শরীরে কালের অকাল চিহ্ন লেপে দিয়েছেন যুগযুগান্তের কবিকুল। দেশকাল ভেদে বাংলা কবিতা সূচনাপর্ব থেকেই সাবলীল ও স্বচ্ছতোয়া। তাই কবিতার গোপন ভাঁজে ভাঁজে যে ভগ্নদূতের সারি, যে স্বপ্নগড়া ও স্বপ্নভঙ্গের স্বর্ণালী সোহাগ তাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারোর নেই। একজন সামান্য কবিতা পাঠক হিসেবে যখন বৃহত্তর বাংলা কবিতার সাম্রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করা যায় তার থেকে আনন্দের আর কীই-বা হতে পারে।

কবি রমানাথ ভট্টাচার্য একজন বিশিষ্ট অসমপ্রদেশের কবি। তাঁর কবিতার বিবিধ প্রকরণশিক্ষা ও প্রকাশ কলার ভিতর দিয়ে আমরা কখনোই তাঁর কবিতার তথ্যগত বা তত্ত্বগত মূল্যায়ন করব না, বরং আগ্রহী পাঠক হিসেবে তাঁর কবিতার রূপ-রস-গন্ধের যে নির্যাস যে প্রভূত আয়োজন তাকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগের চেষ্টা করব। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গীয় কবিতাধারার সঙ্গে অন্যান্য বঙ্গীয় কবিতা-ধারার এখন যোজন দূরত্ব তথাপি কবিতা তো শেষপর্যন্ত জীবনশিক্ষা তাই তার প্রতিটি ইঙ্গিতকে লক্ষ্য রেখে কবিতার কাছাকাছি, কবির কাছাকাছি, দেশ-মাটি-প্রকৃতির কাছাকাছি পৌঁছানোই একমাত্র লক্ষ্য।

কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক প্রকাশিত

"এবং অনন্ত ভালো" কবিতা গ্রন্থের নাম গ্রন্থনাতেই তাঁর স্থায়ী সত্য সুন্দরের অনুধ্যানকে আমরা চিনতে পারি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের এই সনেটমূলক কবিতা সংগ্রহটির যথার্থ রসাস্বাদনই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য। কিন্তু কবিতা পড়তে গিয়ে তাত্ত্বিক সত্তায় খুঁজে নেওয়া সনেটীয় রীতি প্রকরণ-এর ক্ষেত্রে ততটা উল্লেখযোগ্য নয় কারণ কবিতার নির্দিষ্ট পাঠ ও বার্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত। জীবন সত্যের গাঢ় আলাপনে কবি রমানাথ কবিতায় সহজতার এই সচেতন নির্মাণ করেছেন। প্রতিটি কবিতাই আনুষঙ্গিকভাবে আধুনিক, প্রকাশভঙ্গি অলঙ্জিত আধুনিক। প্রকরণের প্রগাঢ়তার চেয়েও বিন্যাসের নিজস্বতা এখানে উল্লেখযোগ্য। আমাদের কবিতা পাঠকালেও সদাসর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকতে হয় যে সেখানে শব্দের গায়ে যেন কোনো

সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা না লেগে থাকে কারণ এর নিরসনই কবিতাপাঠের প্রকৃত অন্বিষ্ট।

জীবন প্রেমিক অফুরন্ত কবি রমানাথের কবিতাগুলি এতটাই সাবলীল ও সহজ যেন তার চোখের উপর দিয়ে মনের উপর দিয়ে গড়গড়িয়ে বয়ে যায় কোথাও কোনো আবদ্ধ অনাখাদ্য আস্বাদ নেই, তার সামগ্রিক সত্তার গভীরতর স্তরে যেন ক্রমাগত ঘণ্টা বেজে যায় ; কবিও বারবার ফিরে ফিরে আসতে চান তাঁর ভালোবাসার কাছে, দয়িতার কাছে, স্বপ্নের কাছে, সম্ভাবনার কাছে, সর্বোপরি নিজের কাছে নিজে—

'প্রীতি-বনে ঝড় উঠবে বার-বার দুলবে পারাবার ;
লক্ষ-কোটি হাস্নুহানা গন্ধরাজ ফুটবে কাছে ধারে।"

(বার-বার আসি যেন)

কবি রমানাথের কলমে শব্দের অফুরন্ত আবেগ যেন এসে আছড়ে পড়েছে, তিনি বলে উঠেছেন—

"ভালোবাস-রোগে ভুগে যদি বাঁধি ঘর
বারান্দা আমার হবে তোমার ভেতর।"

(তুমি যদি প্রিয়া হও)

কত আবেগ, কত যত্ন, কত ভালোবাসা এক জীবনের জন্য কবি হৃদয়ে ধারণ করেছেন, সঞ্চয় করেছেন তার অনিবার্য উত্তরাধীকার। স্বাভাবিক কারণেই তিনি ইতিবাচকতাকে জীবনভাবনার সুরে আপ্যায়িত করেছেন অনিবার্যভাবে, ভালোবাসার নানা মুখকে নানা আঙ্গিকে প্রসারিত করেছেন তিনি, এমনকি সুনামির সতর্কতাকেও তার বিপুলতা ও বিশালতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ক্ষেত্রকে—

"অপরূপ রূপসী শুধু তুমিই নও
আরও আছে
সুতরাং সাবধান
ফিরিয়ে নিলে মুখ
দুয়ারে
ধেয়ে আসবে সুনামি।"

ভালোবাসার গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে যেন কবি ধমকাচ্ছেন, দিচ্ছেন নির্দেশ আর তারপরেই শব্দকে বিপরীতার্থক অভিজ্ঞানে চমৎকার ব্যবহার করছেন।

এভাবেই কবিতার পর কবিতায় তার আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজনের

চমৎকারিত্ব ফুটে ওঠে, যেমন কবি মন্দাক্রান্তার কবিতার লাইন "ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক" অন্য ডাইমেনশনে যেন ফুটে ওঠে—"কিন্তু তিনি আমার প্রেমিক।"

এই কবিতাতেই কবি পরকীয়ার পরম্পরা ও আলাদা বিষয়কে আলাদা প্রকাশ ভঙ্গিমায় প্রকাশিত করেছেন। আবার কখনো সমূহ মৃত্যুর পরাভব থেকে বেঁচে ফেরাই কবির একমাত্রিক লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, সেখানে তিনি বলেছেন—

"ঘুণে খাবে ঘরবাড়ি। চরাচরে কী আছে আমার?
দেবগণ ভাগ করে নিয়ে গেছে সমস্ত অমৃত।
মানুষের জন্য তারা রেখে গেছে হাজার মরণ।
নিজ বাসভূমে নর প্রতিদিন ক্লান্ত পরভৃত।
মানবক বলে তার চিরদিন সমূহ শমন।
দেবগণ সঞ্জীবনী বৃষ্টি করো, হব মৃত্যুজিৎ।"

কিংবা কখনো কবি এই সময় এই সমাজের আয়নায় ভাবনার খেলাঘর বানিয়েছেন অক্ষরে। স্মৃতির আয়ুধকে কল্যাণ স্পর্শে উজ্জীবিত করেছেন। কখনো কখনো আবার শরীরী নির্যাসকে কবিতায় এমন অলজ্জিত ভাবে প্রকাশ করেছেন যা শুধু আধুনিক তাই নয় বরং তা অপ্রাপনীয়। তাঁর কবিতায় কোথাও এলিজির সুর ভেসে এসেছে, আবার কোথাও ঐকান্তিক প্রেমকথার চিরকালীন বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করেছি। কিন্তু তিনি অবিচল থেকেছেন কবিতার প্রতি আর তাই সবকিছুর মূলে যে মানবের পরমহংস হবার ইচ্ছা সেটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারবার, কবিতায় তিনি বলেছেন—

"মনে হয় আলোহীন জ্যোৎস্নাহীন বিশ্বচরাচর
দেশকাল চিরতরে ডুবে গেছে অন্তহীন জলে।
মনে হয় এ জীবন এ ভুবন ভ্রান্তি-বিলাস ;
আলো ভেবে অন্ধকারে খেলা করে নরনারী-হাঁস।"

কবির অতীন্দ্রিয় বোধ কবিতার শব্দে শব্দে স্বতন্ত্র ব্যুৎপত্তি ছড়ায়—

"অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁর চক্রকারে ঘোরে চরাচর,
এ মহাজীবন বয়, গাছে ফল, ফুলে মধুকর।

অবিরাম অনুভূত তিনি-তিনি আমার চালক,
কিন্তু হায় চর্মচোখে কখনো তো দেখিনি প্রকাশ,
অনুভব করি রোজ বিশ্বজুড়ে তাঁহার আবাস।"

কবিতাটির শেষে কবির এই স্বগোতোক্তি আমাদের চমৎকৃত করে—

"আমার অনন্ত দুঃখ কেন-কেন অন্তরালে তিনি ;
অনন্ত অসুখে মরি কেন তাঁকে কখনো দেখনি?"

আবার এরপরেই কবিতার সুর ও স্বর মরজীবনের বজ্র নির্ঘোষে বিঘোষিত হয় তিনি প্রেমের অলকাপুরীতে অনায়াস বিচরণ করেন—

"নিমেষে প্রেমিকা হলে করে নিলে হৃদয় হরণ,
তারপর ধীরে ধীরে বহুদূরে উধাও হরিণী ;"

কিংবা

"আমার বয়স ষোলো মন্দিরাদি প্রেমিকা তখন।
সেজেগুজে আসিত সে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়।"

আবার কবির মনের অকাল বসন্ত যেন নতুনরূপে প্রকাশ পায়—

"সুইট টোয়েন্টি তুই খুব ভালোবাসি
ইচ্ছা করে তোকে নিয়ে বিহু নাচ নাচি"

এই প্রেমিক কবি প্রেমের ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সামাজিক মুখকে প্রকাশ করেছেন—

"মধুমিতা তোমার আমার বহু মৌলিক তফাত ;
অবিরত ভালোবেসে কাঁদি আমি মানুষের দুখে ;
তুমি শুধু রুনুঝুনু বেজে ওঠো রোজ আত্মসুখে,"

এভাবেই কবিতার পর কবিতায় কবি রমানাথ ভট্টাচার্য জীবনের বিচিত্র লীলাকথাকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর জীবন, চারপাশ, ভালোমন্দ, সাদা কালোর গাঢ় মিশোলে তা হয়ে উঠেছে বর্ণিল ও বিচিত্র। তাই যখন তিনি বলেন—

"স্বরে তোর বাজে বাঁশি
তুই কাল-বৈশাখী হাসি।"

এর ব্যঞ্জনা 'কালবৈশাখী' ও বৈশাখীর যে সুমধুর তাৎপর্য তা চিহ্নায়িত হয়, তিনি নিমেষে কবিতার কারুকৃতির এক চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে ওঠেন। তাই কাব্যগ্রন্থ শেষ করেও কবিতাগুলির রেশ থেকেই যায় কারণ কবি জানেন—"এ জীবন ঘোড়—দৌড়" আর তাঁর একান্ত প্রার্থনা আলো চাই, আরো আলো চাই। এই সুগভীর ব্যঞ্জনা ও বক্তব্যের মধ্য দিয়েই অসমপ্রদেশের এই উল্লেখযোগ্য কবিমুখকে আমরা চিনে নিতে পারি। তিনি অতীন্দ্রিয় ভাবনার ও প্রেমিকসত্তার গাঢ় মিশেল ঘটিয়েছেন তাঁর কবিসত্তার মধ্যে তাই বলেন—

"আসা-যাওয়া বিশ্ব-বিধান

পাখি রে মিছে অশ্রু ফেলো
মায়া-নদীর জলে।"

আর অন্যত্র বললেন—

"জয়-জয় পঞ্চভূত, ঈশ্বর আমার।"

তবে কবি শেষ করলেন তাঁর সচেতন বিবেকী সত্তার ক্রম উন্মোচনের ভিতর দিয়ে, জোরের সঙ্গে বললেন—

"ভাই বন্ধু পরিজন কেউ নয় আপন এখন
আপনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এখন মানুষ ;"

এবং এও বললেন—

"জীবন নদী আজব চিজ
উলটো বয় পানি।"

শেষ করলেন এই বলে—"বিশ্বাসঘাতিনী শোনো তোমার মঙ্গল চাই রোজ।" প্রকৃতপক্ষে এই সহজ মঙ্গলের সাধনাই তাঁর কবিতার কর্মশালা, জীবনের ধর্মশালা ও প্রাণের প্রতিমা।

আঁধারে রুপালি জ্বালো

কে করে আহত সব নখের আঁচড় দিয়ে—দাঁতের আঘাতে
তছনছ কোরে সব, খেয়ালি দৈত্যের মতো ভেঙে সব করে চুরমার
আগুনে দু'হাত রাখে, অন্ধকারে চোখ
রৌদ্রে পুড়ে চিতাভস্ম করে দেয় ঘরবাড়ি এবং জীবন।

সবকিছু লন্ডভন্ড উন্মাদের হাতে সব স্থাবর জঙ্গম
বৃষ্টি নামো নামো স্নিগ্ধ জল
সর্বত্র ছড়িয়ে দাও সবুজ স্নিগ্ধতা শুধু জ্যোৎস্নার সোনালি
আঁধারে রুপালি জ্বালো ঝড় করো রৌদ্রের দেয়ালি।

বেঁচে থাকে ভালোবাসা

নিপুণ দর্শক সেজে ভীড়ের আড়াল থেকে দেখে নিই অনুপম মুখ
দেখি স্বর্ণলতা হাত বুকে স্নিগ্ধ সাজঘর দেখে নিই মোহিনী শরীর
কারণ, তির্যক চোখে দৃষ্টিপাত করলে করো দারুণ কটাক্ষ ছোঁড়ে দুর্বার নিষেধ
রেগে হও কলহপ্রেমিক নারী অশরীরী ঝাড়ু খুন্তি দুহাতে উত্থিত
কারণ, প্রাসাদহীন সুদর্শন ঘরহীন সাধারণ জন
অমানুষ ভাবো তাই, ভালোবাসতে অনিচ্ছুক—নিশ্চল পাথর।
চোর সেজে ভীড়ের আড়াল থেকে তোমাকে প্রত্যহ দেখে সবুজ হৃদয়
বেঁচে থাকে ভালোবাসা—জ্যোৎস্নাবৃষ্টি বুকের ভেতর।

সর্বশেষ অনুরোধ

সর্বশেষ অনুরোধ প্রবাসী হয়েও না তুমি এ শহরে বেঁধে নিও ঘর
অন্তত সপ্তাহে মাসে চোখে চোখে কথা বলে স্নিগ্ধ হবে সমস্ত হৃদয়।
কারণ, সম্ভব নয় দূরান্তে যক্ষের মতো দিনকাল বর্ষ অতিক্রম
প্রত্যহ আগুন সেঁকে কে কখন বাঁচে বলো, ঝরনা নদী হয় জলহীন।

হয়ো না প্রবাসী তুমি হাতের কিনারে থেকে বেঁধে নিয়ো ঘর
দেখা হলে দৃষ্টিপাত করে দিও দুই হাতে জ্যোৎস্না রোদ সবুজ শহর।

সামান্য মুখর হও

সর্বদা নীরব থেকে সব অঙ্কে লিখো তুমি ভুল প্রতিলিপি
টেবিলেই পড়ে থাকে সকল জরুরি চিঠি ডাকে ফেলা হয় না কখনো
হাত থেকে খসে পড়ে মূল্যবান নথিপত্র রাখি না খবর
স্মৃতি সত্তা কেড়ে নাও বুকের ভেতর ছোঁড়ো পাথুরে পাহাড়।

সামান্য মুখর হও চোখ খুলে হাতে দাও প্রিয় শব্দাবলী
ভালোবাসা ভিন্ন সব কবুরে আঁধার।

তবু অন্ধ গ্রহ আমি

ইচ্ছা করে দৃষ্টির আড়াল হ'লে হ'লে তুমি স্বদেশে প্রবাসী
রজনীর কালো হ'লে হ'লে তুমি ঢেউখেলা জল।
তবু অন্ধ গ্রহ আমি তোমাকেই সূর্য ভেবে করি প্রদক্ষিণ
ফাঁকা মহাকাশে হাঁটি, শূন্যে ভাসি পাখির মতন।

ইচ্ছা হয়

ইচ্ছা হয় আলো দিই পৃথিবী আকাশে জ্বলি জ্যোৎস্নার মতন
কারো হাতে ঝর্ণা দিই কারো হৃদয়ে ঢালি স্বর্ণরেখা নদী
স্বভাব বিদ্রোহ করে দুই হাতে বয় রক্তস্রোত
ঘাস হয়ে পড়ে থাকি আকাশ আকাশ থাকে সুদূর আলোক।

গৃহী আমি

গৃহী আমি লোহার শৃঙ্খল পায় দুই হাতে রজ্জুর বন্ধন
সন্ন্যাসীর মতো তাই ধর্ম মোক্ষ আলো জ্যোৎস্না করি না প্রার্থনা
রক্তিম কামনা নিয়ে যাজ্ঞা করে লক্ষ মুদ্রা দিই রোজ দেবতাকে ফুল
সোনালি স্বার্থের মুখে মুখ রাখি চুমা খাই প্রিয়ার মতন।
গৃহী আমি আষ্টেপৃষ্ঠে পাহাড়ের মতো ভারী গার্হস্থ্য পৃথিবী
চাই না আলোক জ্যোৎস্না, সবিনয়ে করি রোজ কাঞ্চন প্রার্থনা
একেই সর্বদা আমি অনায়াসে ভাবতে পারি ধর্মমোক্ষ রোদ
কারণ, অক্ষম আমি দেয়াল বিদ্রোহ করে দুই হাতে লোহার শৃঙ্খল।

ছায়া জ্যোৎস্না জলের সঙ্গীত

দুর্দান্ত গ্রীষ্মের চড়ে সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে রক্তাক্ত আগুন
ত্রাহি-ত্রাহি ধ্বনি ওঠে সত্তাময় ওঠে আর্তনাদ
বটগাছ ডেকে দেয় স্নিগ্ধ ছায়া দুহাতে বিছিয়ে দেয় কৃষ্ণচূড়া সবুজ আঁচল

মুহূর্ত ঘুমিয়ে নিই জলের ভিতর যেন বরফের ঘরে
দুর্দান্ত দুপুর নেভে হিমস্রোতে শিশির প্রবাহে
দেশান্তরে ওড়ে গ্রীষ্ম, সত্তাময় ছায়া জ্যোৎস্না জলের সঙ্গীত।

ভালোবাসা ক্ষমা জানে

কখনো বিস্মৃত নও প্রতিদিন বুকে তুলো স্মৃতির পতাকা
প্রত্যহ দর্পণ খুলে মুখ দেখি যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞাসা করি তোমার ঠিকানা
ভুলে যাই ছুঁড়েছিলে চোখে বুকে ক্ষিপ্ত তলোয়ার
হয়েছিলে ঝঞ্ঝা তুমি ছিন্নভিন্ন করেছিলে সবুজ আকাশ।
ভালোবাসা ক্ষমা জানে ভুলে গিয়ে রক্তাক্ত অতীত
বাসন্তী নক্ষত্র হয় শান্ত স্থির জলাশয় উজ্জ্বল দেবতা।

অহংকার নিয়ে

অহংকার নিয়ে সব থাকে রোজ স্বতন্ত্র জগতে
কেউ কারো কাছে যেতে মানা রোজ বজ্রের নিষেধ।
ভালোবাসা পড়ে থাকে মাটির বাসন যেন স্থবির পাথর
কুমেরু অঞ্চলে কেউ, কেউ থাকে সুমেরু শিখরে।

রাজা তুমি

রাজা তুমি দাসীর দল বাইজী নাচে বন্দনা করে রোজ
স্তাবক হাসে স্তাবকী নাচে রঙিন আলোর ঢেউয়ে তুমি বুঁদ
গোঁফের তার শাসন করো দারুণ যাদুকর
তোমার পায়ে চুমো খেয়ে চাতক মাগে জল।

রাজা তুমি তুমিই প্রভু স্বয়ং ভগবান
তোমার পদ উদক পেতে তাড়ির মতো লোভ
সেবক চাটে গায়ের মধু, আহ্লাদে করে নাচ।
রাজা তুমি তোমার স্তুতি বন্দনাগান রোজ।

দুহাত বাড়িয়ে দিতে

দুহাত বাড়িয়ে দিতে কেন দূরবর্তী থাকো প্রত্যহ প্রবাসী
কেন ভাবো অনাত্মীয় সব লোক, বন্ধুহীন তোমার পৃথিবী।
হৃদয় বাড়িয়ে দেখো সব মুখ তোমার মুখের মতো দারুণ সুন্দর
জনগণ বন্ধু লোক, সাধারণ বিশেষ স্বজন।

দারুণ অসহ্য তুমি

দারুণ অসহ্য তুমি, মুখের মুদ্রার ছন্দে কতক্ষণ বিনম্র হৃদয়
বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি ক'রে জয় করতে গিয়ে হও বিজিৎ সৈনিক
ঢেউ শুধু, ঢেউ তুমি, নও সমুদ্র কি সরোযূর এককণা জল
অবিরাম ভাসমান, নীড় নয় ঘর নয় দৃষ্টির ঠিকানা।

অসহন যৌন রৌদ্র হৃদয় বিছিয়ে দাও জলের মতন
তাহলে মহিষী হয়ে বাঁচতে পারো দীর্ঘজীবী হতে পারো বুকের ভেতর।

মুমূর্ষু জীবন

রাজ্য রাজধানী চাই করতলে চাই রোজ বিশাল পৃথিবী
হাতে আসে বিরাট সাম্রাজ্য নয়, সাধারণ ঘরবাড়ি ধন
আকাঙ্ক্ষা দুর্মর থাকে চরাচরে জ্বলে ওঠে দুর্বার আগুন
জলন্ত চিতার তাপে দগ্ধ রোজ, মুমূর্ষু জীবন।

হাত ধরে ডাক দিই

হাত ধরে ডাক দিই ঢেউ ওঠে হৃদয়ে তোমার
আলোর আড়ালে এসে কণ্ঠে রাখ হাত।
পলকে বসনহীন বস্ত্র হাসে পায়
কটি জঙ্ঘা ও পাহাড়ে জ্যোৎস্নার মতো হাসে রোদ।

সব কুশলী ডাক্কু

একটি উদার বৃক্ষ আমি পাইনি পৃথিবী ঘুরে
যে দেয় ফুল অথবা ফল অথবা চাঁদনি ছায়া
প্রতিটি বৃক্ষ দুয়ারে এলে গুটিয়ে নেয় ডাল।

বৃক্ষের বদলে পেয়েছি আমি হাজার ক্যাক্‌টাস
মাথায় ভাঙে কাঁঠাল রোজ এবং পুকুর চোর
মুখে উড়ায় কলার খোসা, সব কুশলী ডাকু।

ঘুরে ঘুরে পথ

গৌহাটী-শিলং-বাসের মতো
দুই পার্শ্বে সামনে রেখে উদ্ধত পাহাড়
ঘুরে-ঘুরে পথ
এক মাইল উঠতে গিয়ে হাঁটতে হয় দীর্ঘতম পথ,
চূড়োয় উঠতে গিয়ে পাথেয় নিঃশেষ

গৌহাটী-শিলং-বাসের মতো ঘুরে-ঘুরে পথ।

আমি উদ্ধত পাহাড়

রাজা, অহংকার নিয়ে দূর থাকো
যেভাবে দিন থাকে রাত থেকে হাজার মাইল দূর
অথবা যেভাবে সুমেরু কুমেরু থাকে দুর্গম দূরত্বে
তাতে কিছুই যায় না আসে না
আমার একটি লোম ওঠে না পড়ে না
আমি ধুলো কিংবা নুড়ি নই, উদ্ধত পাহাড়।

রাতের বেলিগাছের উদ্দেশ্যে

ইচ্ছা হয় সারারাত গন্ধভরা বাতাসী আঁচল
টুকরো-টুকরো করে খাই
সাদা-সাদা বাহুর নরমে
পড়ে থাকি সমস্ত রাত্তির ;—

একরাত বহুক জলের স্রোত সত্তার গভীরে
একরাত দারুণ ঘুমিয়ে নিই জ্যোৎস্নার শরীরে।

সাগ্নিক আঁধার

তোমার আঙুল ছুঁয়ে
ছায়ায় দাঁড়িয়ে
দগ্ধ হাত, দেহ এই
নিদ্রাহীন রাত ;
গুঁড়োগুঁড়ো সূর্য ঝরে
সাগ্নিক আঁধার।

যদিও পঞ্চমী আমি

যদিও পঞ্চমী আমি তবু নই শীত গ্রীষ্ম ভিখিরী আকাশ
দুই চোখে চেয়ে থেকে ইথারে ভাসাতে পারি সাত লক্ষ ফুল
কালো চুল পাখা ক'রে দুই হাতে দিতে পারি স্নিগ্ধ বনাঞ্চল।

যদিও পঞ্চমী আমি তবু নই শূন্যতার দীর্ঘ নদীচর
জ্যোৎস্না রৌদ্র ম্লান ক'রে, হৃদয়ের গন্ধ দিয়ে, হাসির সুবাসে
গড়তে পারি জলঘর, রূপসী অঞ্চল।

যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়

যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়
সমুদ্র অথবা নদী অক্ষম ভিজিয়ে দিতে তার নখ অথবা আঙুল
অস্নাত সে, সর্বদা আকাশে উড়ো পিপাসী চাতক
কোথাও আছে কি ছায়া যেখানে ঘুমুতে পারে একদণ্ড অনিদ্র পথিক।

যে পেলো না অজস্র নক্ষত্র ভরা রাতের রুপালি
তার কাছে অভিন্ন জীবন মৃত্যু সুমেরু সাহারা কিংবা আলো অন্ধকার
বিস্তৃত সবুজ রাজ্য বালুচর, সঙ্গীত বিহীন
সূর্যও অক্ষম রোজ তার হাতে দিতে কিছু রত্নগর্ভ দিন।

যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়
সে জন সর্বদা শব গতিহীন, উৎসে তার হাজার পাহাড়।

রাজা তুমি-২

রাজা তুমি ইচ্ছা হলে ডিগবাজি খাও আধ-কাপড়ে নাচো
কেউ হাসে না, পাথর সব কেউ খোলে না মুখ
কারণ, তোমার বিদেহী হাত গ্রেনেড দিয়ে শাসন করে আকাশ মাটি জল
আকাশ থেকে ইন্দ্র উধাও সাগর থেকে ঢেউ।

রাজা তুমি চাবুক দিয়ে ঠান্ডা করো পাহাড় নদী
আগুন দিয়ে শাসন করো লোক
পাহাড় তোমার ধ্যান করে, গান গেয়ে নদ বন্দনা করে
তারারা করে চরণসেবা, সূর্য মাখে নীল।

চাতক আসে

রূপশ্রী, তোর চোখের মীড়ে দুচোখ রেখে
দুহাত রেখে দুই পাহাড়ে
উষ্ণ দুপুর সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধ হাওয়া।
ফুল-পাপড়ি শরীর থেকে গন্ধ দিয়েই
দারুণ রৌদ্র ভিজিয়ে দিস শিশির মাখা ভোরে।

চাতক আসে তোর দুয়ারে নরম হাওয়ার বৃষ্টি নিতে
রৌদ্র আসে অলিন্দে তোর কলস ভরে জ্যোৎস্না নিতে।

নীল রোজ

ভালোবাসা পেতে
সর্বদা পথিক আমি
পথ থেকে পথে হাঁটি, হাতপাতি প্রত্যেক দুয়ারে
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে সুমেরু কুমেরু অব্দি যাযাবর রোজ।

প্রতি দেশ রিক্ত নিঃস্ব, শূন্য হাত সুন্দর কাশ্মীর থেকে দ্রাবিড় অঞ্চল
ভিখিরীর মতো ঘুরি, আমার চোখের জলে নীল রোজ দক্ষিণ সাগর।

জল দিলি তুই

জল দিলি তুই ফুল দিলি তুই দিলি কোমল বাহুর হার
ইথার জুড়ে ছড়িয়ে দিলি গানের কলি
গোলাপকুঁড়ি ছড়িয়ে দিলি সবখানে তুই।

ভালোবাসার চাঁদনি দিয়ে রামধনু রং দেয়াল দিলি
সবুজ নীল শ্বেত সোনালি আবাস দিলি
রাজার মতন রাজ্য দিলি ঢেউ খেলা নীল মাঠের বাহার।

গিনির গড়া তারার ঘরে

মোহর দিলে হাত পেতে নাও
মুকুট দিলে ঢেউয়ের মতো নাচো
ভালোবাসা দিলে উধাও
ছেঁড়া-পাতার মতন তুমি উড়িয়ে ফেলো ড্রেনে
হাওয়ায় উড়োও ধুলোর মতো।

ফাঁসলাগা এক ধেনুর মতো ভালোবাসা রোরুদ্যমান
জলোত্থিত জালের ভাঁজে মুমূর্ষু মাছ
ভালোবাসা শত্রু তোমার হাত পেতে চাও রাজবাড়ি রোজ
গিনির গড়া তারার ঘরে বাস।

প্রাক্-কথন

'এবং অনন্ত ভালো' নামের কবিতার সংকলনটি গড়ে উঠতে যাঁদের পরামর্শ আমি মাথা পেতে নিয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার, কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও অনন্ত দাশ, 'পোয়েট্রি টুডে' ও পোয়েটস্ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক প্রদীপকুমার চৌধুরী। তাঁদের সবাইকে চিত্তভরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত 'অন্যদেশ' পত্রিকার সম্পাদক অঞ্জলি সেনগুপ্ত ও সহ-সম্পাদক মিহির মজুমদারের কাছেও আমি এ ব্যাপারে ঋণী। তাঁদেরও সাধুবাদ জানাই।

সার্থক সনেট রসসৃষ্টিতে অনন্য, বলা ভালো মুক্তির দূতী। তবে সনেট মাত্রই ছন্দমিলের অনুশাসনেও বন্দি, সে-কারণে, সনেটের ক্ষেত্রবিশেষে কখনো পলাতক হয়ে পড়ে যথাশব্দ। এ আমার অভিজ্ঞতা। সেজন্য অন্যান্য কবিতার চেয়ে সনেট নির্মাণে অনেক বেশি অন্বিষ্ট যথার্থ শব্দ। সবিনয়ে জানাই, ভাবানুরূপ ভাষাসৃষ্টি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই অভিপ্রায়ে, কয়েকটি সনেটের ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হয়েছে স্বল্প পরিমার্জনা। এ সংকলনের অধিকাংশ কবিতা পশ্চিমবাংলার পত্র-পত্রিকায়—সামান্য কিছু কবিতা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, এ-কারণে অনেকের অবগতির জন্য এই প্রতিবেদন।

এই সুযোগে এই বইয়ের প্রকাশক, প্যাপিরাসের কর্ণধার অরিজিৎ কুমারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

রমানাথ ভট্টাচার্য

মালাড ওয়েস্ট
মুম্বাই-৪০০ ০৬৪

বার-বার আসি যেন

বার-বার আসি যেন হাসি যেন এই নদী পারে ;
এ নদীর জলে হাঁটে লক্ষ কোটি কামিনী-কমল ;
অবিরাম গন্ধ শুঁকে হব আমি পাগল-পাগল ;
মোহিনীমোহন বলে ডাকবে নারী আমায় আঁধারে,
আমাকে সে লক্ষ বার চুমু খাবে এই নদী পারে,
আমিও বাড়িয়ে দেব বার-বার গ্রীবাটি আমার ;
প্রীতি-বনে ঝড় উঠবে বার-বার দুলবে পারাবার ;
লক্ষ কোটি হাস্নুহানা গন্ধরাজ ফুটবে কাছে ধারে।

বার-বার আসি যেন হাসি যেন এই নদী পারে ;
ঘরে-দোরে পথে ঘাটে দেখা হবে কমলীর সাথে ;
হবে সদা সহচরী সহগামী প্রেম-দীপ হাতে ;
প্রতিদিন ক্ষণে-ক্ষণ কমলিনী থাকবে কাছে ধারে।
বার-বার আসি যেন হাসি যেন এই নদী পারে ;
কমলীর হাস্য-লাস্য রঙ্গরস দেখব বারে-বারে।

২. ২. ২০০৬
মুম্বই

তুমি যদি প্রিয়া হও

এক তরফা ভালোবাসা হয় না সুন্দরী।
তুমি যদি প্রিয় বলে করো সম্বোধন,
তোমাকে ডাকিব আমি অরূপ রতন,
নচেৎ তফাত হব, অপর ভ্রমরী।
তুমি যদি স্বর্ণচাঁপা তুলে দাও হাতে,
আমি তা ভিজিয়ে রাখব বুকের পুকুরে।
তুমি যদি ডাল ভাত রেঁধে দাও পাতে
মাছভাজা ভেবে খাব মাঘের দুপুরে।

এক তরফা ভালোবাসা হয় না সুন্দরী।
তুমি যদি প্রিয়া হও আমি ক্রীতদাস,
সমস্ত শরীর ছাড়বে মধুর নিঃশ্বাস,
সাদরে ডাকব আমি ভ্রমরী! ভ্রমরী!
ভালোবাসা-রোগে ভুগে যদি বাঁধি ঘর
বারান্দা আমার হবে তোমার ভেতর।

৭. ২. ২০০৬
মুম্বই

সুনামি

অপরূপ রূপসী শুধু তুমিই নও
আরও আছে
সুতরাং সাবধান
ফিরিয়ে নিলে মুখ
দুয়ারে
ধেয়ে আসবে সুনামি।

১০. ৫. ২০০৬

প্রতিশোধ

তুই আমার সর্বনাশ করেছিস
তোর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেব ধানী লঙ্কার গুঁড়ো
গোপন অঙ্গে ঢেলে দেব বিছুটির রস
চুলে আগুন লাগিয়ে দেব
গালে ছেড়ে দেব বিছে
উদম গায় ফেলব থুথু

তুই আমার সর্বনাশ করেছিস
চোখ বেঁধে তোকে অন্ধকারে ছুঁড়ে দেব
রাতদিন জুতিয়ে তোকে নেব প্রতিশোধ
মুগুরের আঘাতে ভেঙে দেব তোর কোমর
শীতের রাতে মাথায় ঢেলে দেব কুচি-কুচি বরফ
বিষ খাইয়ে করে দেব জরজর

তুই আমার সর্বনাশ করেছিস
আমিও হব তোর শিরে সংক্রান্তি।

১৪. ৬. ২০০৬

ছোটো মেসো অলি

মেসো বলে ডাকি তাকে কিন্তু তিনি আমার প্রেমিক।
মাঝরাতে হর্ষভরে দেহ-দানি দিই উপহার ;
বার-বার শতবার চুমু খাই কালো অঙ্গে তার ;
তিনিও নিমেষে হন দেবদূত, কাজল মাণিক।
কী মধুর সম্ভাষণ করে যান চুমোয়-চুমোয় ;
যেন আমি দেবদূতী, দেবভূমি স্বর্গের কামিনী,
রাতভর শিশ্নাঘাতে হর্ষ ঢেলে করে যান ঋণী
আর ধীরে অতি ধীরে ধীরে সুরজনী বয়!

প্রতিদিন মাসি করে চুলোচুলি। কী যে করি আমি!
মেসো কেন প্রেম করে দেহে ঝাড়ে মধু-বিভাবরী?
দিনরাত একাকার প্রেমামোদে মরি-মরি-মরি!
মাভৈ মাভৈ মাসি, মেসো তোর থেকে যাবে স্বামী।
বড়ো মেসো সঙ্গে তুমি প্রেম করো আমি কিছু বলি?
আমারও কুসুমবনে ছোটো মেসো দিনরাত অলি।

৫. ৭. ২০০৬

সঞ্জীবনী বৃষ্টি করো

যে-কোনো মুহূর্তে হায়, ঝরে যাবে আমার উত্থান।
যে-কোনো মুহূর্তে হায়, চূর্ণ-চূর্ণ হবে ঘর-দোর ;
হয়ে যাব জড়বস্তু ঘটি-বাটি পাথর-সমান ;
থেমে যাবে সব গান, বহু বর্ণ জীবনের সুর।
চিরস্থির করে নীর, এ ভুবন যেন গাছে ফল ;
বদ্ধ জলে মাছ যেন যে-কোনো মুহূর্তে যাবে প্রাণ।
যে-কোনো মুহূর্তে সব চিরতরে হবে ছত্রখান ;
বিকল যন্ত্রের মতো হয়ে যাবে নিথর নিশ্চল।

ঘুণে খাবে ঘরবাড়ি। চরাচরে কী আছে আমার?
দেবগণ ভাগ করে নিয়ে গেছে সমস্ত অমৃত।
মানুষের জন্য তারা রেখে গেছে হাজার মরণ।
নিজ বাসভূমে নর প্রতিদিন ক্লান্ত পরভৃত।
মানবক বলে তার চিরদিন সমূহ শমন।
দেবগণ সঞ্জীবনী বৃষ্টি করো, হব মৃত্যুজিৎ।

০. ৮. ২০০৬

তবু প্রেম পাখা মেলে

এতদিন প্রিয়া ছিলে আজ পরবাসী ;
বিরহ-আঘাতে হায় বিদীর্ণ হৃদয় ;
বিরহ-আঘাতে হায় তনুমন ক্ষয় ;
বেদনার লাভাস্রোতে রোজ বানবাসি।
একদা জীবন ছিল অমৃত-সাগর ;
তোমার অভাবে প্রেম সাহারা এখন ;
পুনর্বার বৃষ্টিস্নাত হবে না ভুবন ;
অজগর-গ্রাসে পড়ে দেহ জরজর।

দূরবাসী শূন্য করে জীবনের হাট ;
কেঁদেও পাব না হায় খেলা-ঘরে আর ;
তবু প্রেম পাখা মেলে হৃদয়ে আমার ;
সুখস্মৃতি শতবার করে যায় পাঠ ;
আর আমি প্রেম-ফুলে মালা গাঁথি রোজ
বেদনার নীলে হাসে সোনালি সরোজ।

৯. ৮. ২০০৬

কল্যাণী রমণী হও

আদর্শ মহিলা হও, বিপণনে ভেসো না যুবতী ;
দাউ-দাউ অগ্নিকুণ্ডে পুড়ে যাবে ঘর-দোর-বাড়ি ;
সাহারা বাড়াবে হাত পুড়ে যাবে আসমুদ্র-নারী ;
সভ্যতা চুলোয় যাবে ভেসে যাবে তাবৎ বসতি।
নারী তুমি প্রতিক্ষণ অন্তহীন সুষমার ফুল,
বিপণনে ভেসে গেলে তৃণতুল্য হবে ঘর-দোর ;
ঝরিত পুষ্পের মতো শোভাহীন হবে চরাচর ;
বিপণন মায়াগাড়ি চোরাবালি ভুল, নারী ভুল।

বিশেষ জনের কাছে নগ্ন রূপ মেলে ধরে নারী,
কল্যাণী রমণী হও, হও তুমি বিশল্যকরণী ;
মহীয়ান হও তুমি, হও তুমি মোহিনী ঘরণী ;
চুরচুর হয়ে যাবে বিপণন নামে মায়াগাড়ি।
বিশেষ জনের কাছে হর্ষ ভরে হয়ে নিবেদিতা,
কল্যাণী রমণী হও, হও তুমি তার পারমিতা।

২০. ৮. ২০০৬

কাম-প্রেম সখাসখি

অন্তত দু'বার মাসে দিয়ো পদধূলি।
পা দু'খানি চেটে খাব মাখন মাখিয়ে,
বুকের মালপা খাব রসিয়ে-রসিয়ে ;
চেটে খাব নাভিফুল, নরম অঙ্গুলি ;
দেবদূতী ভেবে সখি ভজিব নির্জনে,
সোনালি শরীর চেখে ক্লান্তি হবে দূর ;
গোলাপি প্রেমের গন্ধে রাত্রি হবে ভোর ;
ধীরে-ধীরে উঠে আসবে হৃদয় ভবনে।

অন্তত দু'বার মাসে দিয়ো পদছায়া।
কাম-প্রেম সখাসখি যেন তারা-সোম
একজন কাছে এলে অন্যজন ভোম ;
একজন প্রাণটিয়া অন্যজন কায়া ;
কাম-প্রেম সখাসখি যেন রানি-রাজা
নর-নারী জীবকুল বশীভূত প্রজা।

২২. ৮. ২০০৬
(মধ্যরাত্রি)

প্রাণের ক্রন্দন

তুমি তো সুন্দরী ছিলে, চোখ ছিল কাজল বরণ,
মুখ ছিল নীলপদ্ম, দেহ ছিল শ্যামবর্ণ সই ;
হাসিতে ফুটিত শিউলি কুন্দকলি গন্ধরাজ জুঁই ;
দীঘল কাজল চুলে প্রাণ-পিক করিত ভ্রমণ ;
চোখে চোখে কথা হতো হাতে হাত রেখে দিতে সই ;
প্রেমামোদে গল্প করে কেটে যেত নির্জন দুপুর
মাঝে-মাঝে দুই পায় রুনুঝুনু বাজিত নূপুর ;
সোনালি প্রেমের ঘ্রাণে এ হৃদয়ে ফুটে উঠত জুঁই।

এখন কোথায় তুমি? কোন দেশে চলে গেছ প্রিয়া!
জানি জানি পুনর্বার দেখা আর হবে না জীবনে ;
কখনো পাব না দেখা পুনর্বার আমার ভুবনে ;
বিরহ-আগুনে পুড়ে কেবল ক্রন্দন করে হিয়া ;
দিন যায় রাত যায় অসহন বিরহ-দহন,
প্রাণের ভিতরে শুধু অবিরাম প্রাণের ক্রন্দন।

১১. ৯. ২০০৬

সে আমার সুখ দুখ

তুমি তো ঘৃণাই করো তবু তুমি মন্দার প্রসূন
দিবালোকে সূর্যমুখী ; গোল চাঁদ মাথার উপর ;
নব জলধারা রোজ, অহরহ, ক্লান্তি করো দূর।
তুমি তো ঘৃণাই করো তবু তুমি সোনালি ফাগুন।
প্রেমিকা হওনি তুমি, তবু যেন দেবদূতী রোজ।
তোমার চরণতলে পড়ে থাকে আমার হৃদয় ;
উদ্দেশে তোমার গান গাই বলি জয়-জয়-জয় ;
তুমি তো ঘৃণাই করো তবু তুমি অপার সবুজ।

বুঝি না বুঝি না প্রেম গতিবিধি, তোমার স্বভাব ;
যে আমায় ঘৃণা করে তাকে আমি ভালোবেসে বুঁদ ;
আমাকে যে ভালোবাসে সে আমার নিদাঘের রোদ ;
প্রেমভূমি ধাঁধাপুরী, আলো-আঁধি অন্তরঙ্গ ভাব।
যে আমায় ঘৃণা করে সে আমার অবিরাম সুখ।
আমাকে যে ভালোবাসে সে আমার অন্তহীন দুখ।

১০. ১১. ২০০৬

একদা জীবন ছিল

একদা জীবন ছিল লাল নীল সোনালি মধুর ;
কুহুর গানের মতো ছিল যেন জীবনের স্বাদ ;
মনে হতো এ জীবন স্বর্ণ-ভাণ্ড সোনালি সংবাদ ;
সুরে-সুরে গানে-গানে এ জীবন ছিল মধুপুর।
একদা জীবন ছিল লাল নীল গোলাপি সবুজ ;
নিমেষে তরুণীদল করে নিত হৃদয় হরণ ;
বনজ্যোৎস্না জলজ্যোৎস্না দেখে হতো যামিনী যাপন ;
নির্ঝরীর রূপ দেখে এ হৃদয়ে ফুটিত সরোজ।

আর আজ রাত্রিদিন এক আকাশ শূন্য করতলে।
দিবারাত্র ডানে-বাঁয়ে নৃত্য করে তমসা-সাগর ;
মনে হয় আলোহীন জ্যোৎস্নাহীন বিশ্বচরাচর
দেশকাল চিরতরে ডুবে গেছে অন্তহীন জলে।
মনে হয় এ জীবন এ ভুবন ভ্রান্তি-বিলাস ;
আলো ভেবে অন্ধকারে খেলা করে নরনারী-হাঁস।

২৭. ১২. ২০০৬
মুম্বই

কেন তাঁকে কখনো দেখিনি?

কে যেন আড়াল থেকে প্রতি কাজে রাখে তার হাত ;
প্রতিক্ষণ দেহজুড়ে লাগে তাঁর মধুর পরশ।
অবিরাম অনুভূত তিনি-তিনি-তিনি বিগ্ বস্ ;
আষাঢ় শ্রাবণ আসে দিন রাত স্নিগ্ধ বৃষ্টিপাত।
প্রতিক্ষণ অনুভূত তিনি-তিনি আমার চালক ;
অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁর চক্রাকারে ঘোরে চরাচর,
এ মহাজীবন বয়, গাছে ফুল ফুলে মধুকর।
অবিরাম অনুভূত তিনি-তিনি আমার ধারক।

অবিরাম অনুভূত তিনি-তিনি আমার চালক,
কিন্তু হায় চর্মচোখে কখনো তো দেখিনি প্রকাশ,
অনুভব করি রোজ বিশ্বজুড়ে তাঁহার আবাস।
আমি বীণাযন্ত্র এক, তিনি-তিনি সে যন্ত্র বাদক।
আমার অনন্ত দুঃখ কেন-কেন অন্তরালে তিনি ;
অনন্ত অসুখে মরি কেন তাঁকে কখনো দেখিনি?

২. ১. ২০০৭

ভুলে যদি ভালোবাসে

নিমেষে প্রেমিকা হলে করে নিলে হৃদয় হরণ,
তারপর ধীরে-ধীরে বহু দূরে উধাও হরিণী ;
ধীরে-ধীরে দূরগামী দূরদেশি পরবাসী ধনি ;
তবুও বিরহে কাঁদে অবিরাম দেহ প্রাণমন
আর এ হৃদয় করে অবিরত বেদনার গান।
ঝঞ্ঝাঘাতে চেতনার কোষে-কোষে জ্বলন্ত আগুন।
বিরহ-আগুনে পুড়ে গুনগুন-রত অলি খুন
শিরায়-শিরায় বিঁধে নিয়তির মর্মভেদী বাণ।

নিমেষে প্রেমিকা হলে তারপর উধাও হরিণী।
কেন এলে, হাওয়া হলে মূঢ় আমি বুঝিনি ভ্রমরী
জেনে গেছি লীলাখেলা বুঝে-ওঠা অসম্ভব মাইরি
তবুও বিরহে কাঁদে প্রাণমন অবিরাম ধনি।
বেকুব পুরুষজাতি কামিনীর খেলার পুতুল,
তবু সাধ, ভুলে যদি ভালোবাসে নারী-বুলবুল।

৮. ১. ২০০৭
মুম্বই

মন্দিরাদি-১

আমার বয়স ষোলো মন্দিরাদি প্রেমিকা তখন।
সেজেগুজে আসিত সে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়।
আমায় শেখাত অঙ্ক শেখাত সে দৃষ্টি-বিনিময় ;
মাঝে-মাঝে হয়ে যেত সে আমার রাধিকা-রতন ;
বোলাত আঙুল তার প্রতিদিন শরীরে আমার ;
তখন নাইনে আমি, মন্দিরাদি আই. এ. তখন ;
একদা সে দিয়েছিল সারা গায় হাজার চুম্বন
প্রাণে ঝরে পড়েছিল সূর্যচাঁদ সোনার পাহাড়।

তারপর মন্দিরাদি কোথা থেকে কোথা গেল চলে—
পত্রযোগে বলেছিল,—"মাপ কর্ আমায় অমর,
কখনো করিস্ না ফাঁস সেদিনের গোলাপি খবর।
ইচ্ছেমতো প্রেম করব, চুমু খাব পুন দেখা হলে।"
মন্দিরাদি ছিল আদি অন্তরঙ্গ প্রেমিকা আমার ;
চিৎপুরে ঝরো ঝরো সেদিনের সোনালি আসার।

৭. ২. ২০০৭
মুম্বই

নির্বেদ অনন্ত ভালো

ফুল ঝরে ফল ঝরে পাতা ঝরে ঝরে বটগাছ ;
নির্বেদ অনন্ত ভালো সুখদুঃখ নিত্য ডালভাত ;
কালো ভালো আলো ভালো একাকার দেবদ্বিজনাথ ;
আঁধার আলোক ভালো তুল্যমূল্য ছোটোবড়ো মাছ।
ক্ষণে-ক্ষণে মহাবৃক্ষ থেকে ঝরে ঊনকোটি ফল ;
ফলে বন্ধু পরিজন অশ্রুজলে রোজ করে স্নান ;
প্রতিবেশীগণ কেঁদে বেদনার জলে ভাসমান।
ফুল ঝরে ফল ঝরে কোটি চোখ থেকে ঝরে জল।

নির্বেদ অনন্ত ভালো সুখদুঃখ নিত্য ডালভাত ;
তুল্যমূল্য বনজ্যোৎস্না ফুল ফণী-মনসার বন ;
একাকার ধানী জমি দাউ-দাউ জঙ্গল কানন।
নির্বেদ অনন্ত ভালো তুল্যমূল্য পাহাড় প্রপাত ;
একাকার গোবিথর গ্রামগঞ্জ শ্যাম বনস্থল ;
জন্মমৃত্যু তুল্যমূল্য মহাবৃক্ষ থেকে ঝরা ফল।

৯. ২. ২০০৭
মুম্বই

কবি এলে

কবি এলে মনোভূমে ফুটে ওঠে হাজার কুসুম।
অপলক চোখে আমি চেয়ে থাকি তার পানে রোজ ;
যেন তিনি রাঙাজবা, প্রস্ফুটিত সোনালি সরোজ ;
দেবদারু চূড়ে যেন ঝলমল পূর্ণিমার সোম।
নির্বিকার চোখে তিনি উপভোগ করেন আমায়।
পরমাপ্রকৃতি রূপে প্রতিদিন আমায় দেখেন ;
যেন আমি তার কাছে ক্ষণে-ক্ষণ সাধনার ধন।
সর্বদা রাজর্ষি-প্রায় নারীর লাবণ্য মেখে গায়।

সুষমার ঝঞ্ঝা ওঠে হৃদয়ে আমার, কবি এলে।
কামগন্ধহীন চোখে মুখ দেখি, রূপ দেখি তার।
সৌন্দর্য পূজারী বলে নত করি শির বার-বার।
নিকষিত হেমালোকে চলি রোজ হেলে-দুলে-খেলে।
কবি এলে মনোভূমে ফুটে ওঠে হাজার কুসুম
দেবদারু চূড়ে ওঠে ঝলমল সুষমার সোম।

১৫. ৩. ২০০৭
মুম্বই

রানি-দাসী তুল্যমূল্য

কিঙ্করীর রূপ আজ ষোলো-আনা প্রেমিকার মতো ;
রাঙাজবা হলদেজবা সূর্যমুখী প্রস্ফুটিত মুখে ;
বার-বার ইচ্ছা করে পড়ে থাকি তার রাঙা বুকে
আর তার গন্ধ শুঁকে গায় দিই চুমু শত-শত।
কিঙ্করীর রূপ আজ ষোলো-কলা চন্দ্রিমার মতো ;
ইচ্ছা করে দেহে তার দেহ রেখে হৃদয় জুড়াই ;
শিশ্নাঘাত করে তাকে কামরোগ থেকে মুক্তি পাই ;
মরি-মরি কিঙ্করীও হয় যেন কামকেলি-রত।

কিঙ্করীর রূপ আজ ষোলো-আনা প্রেমিকার মতো ;
প্রেমভূমে দাসীরানি তুল্যমূল্য নাহিক তফাত ;
ইচ্ছা করে তার কণ্ঠহার হয়ে কাটে যেন রাত ;
দাসীও কামিনী বটে প্রেমধামে জাতপাত মৃত।
কিঙ্করীর রূপ আজ ষোলো-কলা চন্দ্রিমার মতো ;
ইচ্ছা করে তাকে ভজে পান করি সুধা-সিন্ধু শত।

২৪. ০৩. ২০০৭
মুম্বই

কবিতা, কল্পনালতা

কবিতা, কল্পনালতা নন্দনকাননে তার বাস

স্বপ্নলোকে
কালো জলে নীল জলে লাল জলে সাদা জলে
কবিতা-কামিনী করে খেলা
মুখ তার দেখি যদি চোখ তার থাকে অন্তরালে
চোখ তার দেখি যদি চুল তার থাকে অন্তরালে
চুল তার দেখি যদি দেহ তার থাকে অন্ধকারে

কবিতা, কল্পনালতা নন্দনকাননে তার বাস
পদধূলি আশা করে দিন যায় ক্ষণ যায় যায় বারোমাস

কবিতা, কল্পনালতা নন্দনকাননে তার বাস।

২. ৪. ২০০৭
মুম্বই

গুঞ্জরন

পার্কে বসে তিন তরুণীর গুঞ্জরন
আঁখির ঘায় করব তার হৃদয় হরণ
হাসির তোড়ে করব তারে আপনজন
পাছার দোলায় করব তারে নিত্য শাসন
রাজার ছেলে বর যদি হয় করব তবে ঘর
রানির বাড়ি হিরার খনি কল্পতরু-ধর।

১৬. ৪. ২০০৭
মুম্বই

একবার দেখা তবু

একবার দেখা তবু বিরহ-আসার শুধু ঝরে ;
রাত্রি কাটে অগ্নিদাহে অনিদ্রার ঘোর অন্ধকারে ;
বাস যেন জ্বালামুখে ঢেউ-ঢেউ সাগরের পারে ;
দিন যায় রাত যায় পুড়ে-পুড়ে দাউ-দাউ থরে ;
আগুনে-আগুনে জ্বলে চরাচর, অগ্নি ঝরে ঘরে।
দিন যায় রাত যায় পুড়ে-পুড়ে অসীম অসুখে ;
প্রেমের অভাবে যেন মুহুর্মুহু বাস তমোলোকে ;
একবার দেখা তবু বিরহ-আসার শুধু ঝরে।

প্রণয় বিচিত্র বস্তু মুখ তার নীল মেঘে ঢাকা ;
জলের গভীরে মাছ, গহন অরণ্যে যেন ফুল ;
প্রতিদিন দেখা তবু রূপ তার করে না ব্যাকুল ;
একবার দেখা তবু দাহে-দাহে দেহ ভস্মমাখা ;
পুনর্বার দেখা হলে থেমে যাবে অগ্নিঝরা দিন ;
সূর্যমুখী ফুল হব হব আমি নৃত্যরত মীন।

২২. ৪. ২০০৭
মুম্বই

রাজি যদি হও

সপ্তাহ কাল পড়োশি ছিলে
প্রেমিকার মতো নিকটে বসিতে
গল্প করিতে রসিয়ে-রসিয়ে
চোখ থেকে রোদ ঝরিত রোজ
হৃদয় জুড়াত তার মিঠে তাপে
নাভি-ঘিরে জ্বলিত সোনার আয়না
স্তনহার তুলিত ঝড়

সপ্তাহ কাল পড়োশি ছিলে
চুলের আঁধারে শাড়ির বাহারে
গুনগুন গানে জয় করেছিলে মন
আমিও ছিলাম নমিত
একদিন তুমি নির্জনে ডেকে
বলেছিলে কানে-কানে
প্রেমাগুনে পুড়ে মরি-মরি-মরি
রাজি যদি হও রচিব মোহনবাড়ি
তুমি হবে শুক আমি হব তোমার শারি।

১১. ৫. ২০০৭
মুম্বই

মহাযাত্রা

আকাশ বাতাস ডাকে
পাহাড় সাগর ডাকে
ডাকে তারাবাড়ি
শ্রুত রোজ মৃত্তিকার ডাক
শান্তিপুর দুই ইঞ্চি দূর
প্রাণে বাজে অসীমের সুর।

অশ্রুভেজা ভাইবোন
বধূ-পরিজন
পশুপাখি তরু কাঁদে
কাঁদে প্রিয়জন
চরাচরে অশ্রুঝড়
বেদনার সুর।

১৩. ৬. ২০০৭

ভাসমান ভূ-ভারতে

কে আর দুঃখের দিনে কাছে আসে করে সহবাস ;
পরিযায়ী পাখিদের ভিড় শুধু আনাচে-কানাচে ;
অমৃতকুম্ভের স্বপ্ন দোলে দূর পাহাড়ের গাছে ;
প্রেমের অভাবে প্রাণ খান-খান কাঁদে বারোমাস ;
দুঃখের আগুনে কারো প্রাণ পোড়ে এরকম লোক
ভূ-ভারত অন্বেষণ করে পাওয়া দুর্লভ এখন ;
যে-যার যে-যার আজ নিজ স্বার্থে ব্যস্ত সর্বজন ;
জনতার দুঃখ দেখে আজকাল ভূ-ভারত মূক।

ঋষিদের দেশে আজ হিসি করে বেজন্মা পুরুষ ;
আনাচে-কানাচে শুধু চন্দ্রমুখ দস্তুর আবাস ;

কারো দুঃখে কাঁদে নাকো নিজ স্বার্থে ব্যস্ত বারোমাস ;
ভূ-ভারত থেকে আজ অন্তর্হিত সাত্ত্বিক মানুষ ;
তমিস্রা-সাগরে আজ ভাসমান স্বদেশ আমার
শত বুদ্ধ আবির্ভূত হলে তার হবে না উদ্ধার।

২৩. ৬. ২০০৭

তুমি চল্যা গেলে বন্ধু

মন্-মোহিনী এই দুনিয়া আল্লাতায়ালার ঘর
তুমি চল্যা গেলে বন্ধু কেমনে করমু ঘর
ইন্দুর মরলে ইন্দুর কাঁন্দে কাওয়া মরলে কাওয়া
তুমি চল্যা গেলে বন্ধু খান-খান ভুবনডাঙা

মন্-মোহিনী এই দুনিয়া আল্লাতায়ালার ঘর
তুমি চল্যা গেলে বন্ধু ভবে অশ্রুর ঝড়।

৫. ৮. ২০০৭

এই দুনিয়া

এই দুনিয়া মায়াবাড়ি অচিনপুরী ঈশ্বরের ঘর
ধাঁধাপুরী মোহনবাড়ি শয়তানের ঘর।
মধুস্বাদী ল্যাংড়া আম টক জলপাই ফল
ভীষণ ঝাল কাঁচা লঙ্কা নিমপাতার রস
চিতল হরিণ শার্দূলীদের বাড়ি ভুবনপুরী
জলে কুম্ভীর ডাঙায় পরি যাই বলিহারি

এই দুনিয়া মায়াবাড়ি অচিনপুরী ঈশ্বরের ঘর
আলো-আঁধার খেলা করে ভুবন ধাঁধাপুরী
অন্ধকারে রাজা করেন প্রজার বাড়ি চুরি

রংধনুর আলোক পড়ে ভুবন মোহনবাড়ি
এই দুনিয়া মায়াবাড়ি অচিনপুরী ঈশ্বরের ঘর
ধাঁধাপুরী মোহনবাড়ি শয়তানের ঘর।

৯. ৮. ২০০৭

অভিমানিনী

তোমার আমার প্রেমের কথা রাষ্ট্র অইয়াছে।
তার লাইগ্যা রাগ কইরাছ পরাণ-সজনী।
প্রেম কী হাসী মুর্গি সখি বাইন্ধ্যা রাখা যায়?
ফুলের গন্ধ আতর-গন্ধ ঢাইক্যা রাখা যায়?
আগুন চাপা থাকে সখি চাঁদনি থাকে ঢাকা?
মান-অভিমান ঝাইড়্যা পাখি বওরে তুমি গাছে।
অন্ধকারে আইয়ো বন্ধু অন্ধকারে যাইয়ো
রাইত দুপরে প্রেমের ভেলা কামের ভেলা আমায় চড়তে দিয়ো।

আমি অইমু রাজা সখি তুমি অইবায় রানি।
নৌকোয় চইড়্যা যাইমু আমরা চন্দ্রধরেরপুরী ;
হিখান থাইক্যা বাজার করমু সোনার চুড়ি হিরার অঙ্গুরী।
অনেকদিন রাইত সখি থাকমু হিখানও
ছাওয়াল যখন বড়ো অইব ফিরমু আমরা বাড়ি
মহা আনন্দে ভাসব দেশ অভিমানিনী।

১৪. ৮. ২০০৭

শিয়রে শমন

শিয়রে শমন প্রাণবায়ু কয়দিন বইবে আর
শত্রুগণ মিত্র হও মিত্রগণ বন্ধু রও
দুঃখ ঝরে হয়ে যাবে রাঙাজবা ফুল

শিয়রে শমন কয়দিন বইবে শ্বাস
স্বজন কাঁটা সুজন হও হাস্নুহানার গন্ধ হও
গঙ্গাস্নান করে হব ভবনদী পার।

১৭. ৮. ২০০৭

জীবন মানে

জীবন মানে মাটির ঢেলা পাখির ওড়া
মরসুমী ফুল ক্ষণিক বুদ্‌বুদ্‌
জয়-পরাজয় বেহাগ বাহার রোজ

স্নেহের বানে প্রেমের ঝড়ে স্নান
মেঘলা আকাশ হেনার বাতাস
ভোরের রোদে ঢেউয়ের চূড়ায় স্নান

জীবন মানে ছাইমাখা ভাত
শিউলিফুলের গন্ধ-মাখা রাত
দীপক বাহার বেদন-বেহাগ রাগ।

১৮. ৮. ২০০৭

সুন্দরী গো

সুন্দরী গো তুমি আমার পরম সজনী
তোমার মুখ দেখ্যা আমি লেখি কবিতা
ফুলের সঙ্গে পাখির সঙ্গে পরির সঙ্গে তোমার তুলনা
রাইত ভর তুমি আমার দীপের শিখা
জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতল পাটি সই
মাঘ মাসে কাশ্মিরী শাল

তোমার গার উম পাইয়া ঘুমাই থাকি সই
তোমার গাত রাইত অয় ভোর

সৈন্ধ্যা তারা চাঁদের সঙ্গে তোমার তুলনা
তোমার রূপের গাঙের আমি কিনার পাই না
রূপের দৈরায় সাঁতার দিয়া যায় আমার দিন
তোমার আমার জীবন সখি এক বৃন্তে দুই ফুল
দুই চরণে দিন রাইত আমার নিবেদন
তোমার কণ্ঠে আমার প্রেম অয় যেন মণি-হার।

২৬. ৮. ২০০৭

শূন্যে যাব চলে

শূন্য থেকে নেমে এলাম শূন্যে যাব চলে
বন্ধু তুমি কাঁন্দো কেন হারিয়ে যাব বলে
জন্মমরণ বিধির বিধান কেউ এড়াতে পারে
হাস্য মুখে বিদায় দাও বন্ধু আমারে
সুর ধরে গান গাও বাহার রাগে
কী এসে যায় ঝরলে তোমার আগে
আসা-যাওয়ার পথের ধারে ক্ষণিক পরিচয়
আমার জন্য বন্ধু তোমার শোক করা ঠিক নয়
জন্মমৃত্যু অঙ্গে ধরে অসীম জীবন বয়।

শূন্য থেকে নেমে এলাম শূন্যে যাব চলে।

০. ৯. ২০০৭

কবিতা আসে না

কবিতা আসে না কবিতা আসে না
মরি-মরি-মরি বেদনা
লাভার প্রবাহে দাঁড়িয়ে
পদ থেকে মাথা পুড়ে-পুড়ে যেন ছাই
বুঝি না বুঝি না আছি নাকি আমি নাই

কবিতা আসে না কবিতা আসে না বেদনা-বেদনা-বেদনা
দিনগুলি যেন ঝুলে আছে গাছে-গাছে
যে-কোনো সময় ঝরে যাবে তারা মাটিতে
যে-কোনো সময় ঝরে যাব আমি মাটিতে

কবিতা আসে না কবিতা আসে না মহামরুভূমে বাস
কোনখানে আছে ছায়া-সুশীতল আবাস?

৪. ৯. ২০০৭

মর্মবেদনা

নারীর স্বরে আগুন ঝরে
দীপক রাগে গান
স্বর্ণলতা স্বপ্নলতা
কোথায় গেল আজ

কার কাছে যে প্রকাশ করি
মর্মবেদনা
হাজার বছর মরুর দেশে
আমার ঠিকানা

স্বর্ণলতা স্বপ্নলতা
মঙ্গল গ্রহে আজ।

৪. ৯. ২০০৭

ভালোবাসাবাসি

ভালোবাসো যদি ভালোবাসা দেব
মন্দ বাসিলে ভালোবাসা দেব
ভালোবাসা খুশি ভালোবেসে রোজ

ভালোবাসাবাসি অমৃত ফল
সতত স্পর্শমণি
যেজন বাসে ভালোবাসাবাসি
সে করে বাস ইন্দ্রপুরে।

৭. ৯. ২০০৭

যাবার বেলা

দূরের নারী কাছে এসো কাছের নারী পাশে বসো
যাবার বেলা চোখের আলোয় করব আমি স্নান
সুজন বন্ধু কাছে এসো দুই দণ্ড পাশে বসো
তোমায় দেখে হৃদয় করবে গঙ্গাজলে স্নান

যাবার বেলা চাঁদ দেখা দাও দেখব তোমার রূপ
সন্ধ্যাতারা উদয় হও দেখব তোমার মুখ
আন্ধারে নয় আলোর দেশে উড়ে যাবে প্রাণ
পার্থিব সব দুঃখ ঝরে হবে ছত্রখান।

৮. ৯. ২০০৭

ছোটো মেসো কাছে এসো

ছোটো মেসো কাছে এসো এই রাত তোমার আমার ;
রাত্রিভর লম্পটের মতো করো আমায় সম্ভোগ ;

সারা অঙ্গ চুষে-চুষে উপশম করো কামরোগ ;
স্তনচূড়া মেলে দেব গায় ঢালো আনন্দ-আসার ;
নিমেষে কামদা হব হর্ষসিন্ধু দেব উপহার ;
দেহ-জুড়ে অনুভূত হবে শুধু মধুর তুফান ;
আমায় ডাকবে তুমি সুর ধরে প্রাণ! প্রাণ! প্রাণ!
তোমায় ডাকব আমি রাতভর বাহার! বাহার!

শোনো-শোনো ছোটো মেসো প্রেম-ফুল অতি অনুপম ;
বড়ো মেসো সঙ্গে করে ছোটো মাসি রজনী যাপন ;
তোমার আমার প্রেমে ভেসে যাক জীবন ভুবন ;
প্রেমভূমে বৈধাবৈধ একাকার, নিষিদ্ধ নিয়ম ;
তুমি হও উপপতি, আমি হব অসতী-প্রধান ;
কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকব প্রেমগাঙে ভেসে যাবে প্রাণ।

১৫. ৯. ২০০৭

পাথরী

লাল নীল ফুল তুমি বেগুনি রঙের এক ফুল ;
নও তুমি হাস্নুহানা গন্ধরাজ শিউলি কুসুম।
রঙে-রঙে বাস রোজ, জেনে গেছি রংঘর ভুল ;
আসল প্রণয়পুরী আদিগন্ত জ্যোৎস্নার ভূম।
জন্মভর করে গেছি প্রাণহীনা পাথরীর পূজা ;
জেনে গেছি পাথরীও বহুরূপা কত বর্ণচোরা ;
মন তার মেঘালয়, মিছেমিছি প্রীতিনীড় খোঁজা ;
জেনে গেছি রংঘর মন তার সর্বদা অধরা।

লাল নীল ফুল তুমি বেগুনি রঙের এক ফুল।
আমার অন্বিষ্ট রোজ গন্ধরাজ শিউলি প্রসূন।
নিষ্ঠুরা পাথরী তুমি, ফলত এ প্রাণ মন খুন ;
প্রত্যঙ্গে ফোটায় হুল দিন রাত সহস্র ভিমরুল।

জন্মভর করে গেছি প্রাণহীনা পাথরীর পূজা ;
পাথরী মানুষী নয়, মিছেমিছি প্রীতিনীড় খোঁজা।

২৪. ৯. ২০০৭

ভালোবাসা আঁকা কপালে

চুড়িদার পরে ফুলবনে এলে
নিমেষে হৃদয় জয় করে নিলে
ভালোবাসা আঁকা কপালে
শাড়ি চুড়িদার একাকার হলো পলকে
উড়ু-উড়ু চুল উড়ু-উড়ু হাসি
উড়ু-উড়ু চোখে প্রণয়-ফুল
দে দোল দোল

চুড়িদার পরে ফুলবনে এলে
প্রেম-নামাবলী জড়িয়ে
দে দোল দোল
হৃদয়ে ঝরে ফুল।

১. ১০. ২০০৭

সোনাঝুরি

নীলারং চোখ থেকে ঝরে রোজ বহু রং বিষ
হাসি থেকে শুভ্র বিষ, দেহ থেকে গোলাপি আগুন ;
ইচ্ছা করে পান করে বিষ রোজ করি গুনগুন
মণিবন্ধে মাথা রেখে পান করি নিয়ত হরিষ।
কানে-কানে সোনাঝুরি বলে ডাকি রাতভর ধনি
অরূপ সুষমা রোজ পান করে দিন যাক সাকি

তুমি হও সঞ্জীবনী, ঘরবাড়ি হীরামন পাখি
কেন্দ্র করে চড়ি রোজ ভবগাড়ি হও মধ্যমণি।

কী আছে জীবনে ধনি? চার পাশে আগুনের আঁচ,
আঁধার আবৃত দেশে ঘুরে-ঘুরে মূক সাধারণ ;
দিবালোকে দীপ জ্বেলে পথ চলে সব মহাজন।
ধনি তুমি মরুভূমে ছায়াতরু সোনাহিরা-গাছ
দেহ থেকে হর্ষ ঢেলে সৃষ্টি করো রোজ মধুমাস ;
অন্ধকারে দিবা তুমি, শিরোপরে নীলার আকাশ।

৯. ১০. ২০০৭

দৈবাৎ

দৈবাৎ সুখ সতত শুধু বেদনা
বহু পাথরের ভিড়ের ভিতরে জীবন নামের মরণ যাপন
জীবনে মরণে অল্প তফাত যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ
জীবনের পিঠে হাজার মরণ জীবন-মরণ সহোদর ভাই।

১০. ১০. ২০০৭

কী করে প্রেমিকা হবে

কী করে প্রেমিকা হবে বলো-বলো-বলো মধুমিতা
প্রতিদিন কাছে এসে কেন যেন যাও ফিরে যাও;
জ্যোৎস্নালোকে স্মিত মুখে গল্প করে সুদূরে উধাও;
এভাবে-এভাবে তুমি মর্মমূলে রোজ জ্বালো চিতা।
হাত ধরে ডেকে রোজ মধুমিতা হও পলাতকা;
হাস্যমুখে প্রতিদিন সঙ্গী হও প্রমোদ-ভ্রমণে
সন্ধ্যা হলে ভয় করো, ফিরে যাও আপন ভবনে;
এভাবে-এভাবে রোজ চূর্ণ করো প্রীতির অলকা।

রঙ্গমঞ্চে মধুমিতা তুমি একশো নিপুণ-নায়িকা;
দুশো দোষ করে বলো তুমি ভালো তুমি মহাগুণী;
তিনশো খুন করে বলো তুমি সাধু অন্য কেউ খুনী।
স্বপ্নভঙ্গ মধুমিতা। নও তুমি উজ্জ্বল প্রেমিকা।
মধুমিতা প্রতিদিন পরিদৃশ্য শত ব্যবধান।
দূরে-দূরে বাস ভালো, দূর-বাস অমৃত-সমান।

১৬. ১০. ২০০৭

প্রাণে রাখো প্রাণ

চেন্নাই শহরে রিমি আজকাল তোমার আবাস;
বিরহ-আঘাতে দিন, বিরহ-আঘাতে যায় রাত;
আষাঢ়-ধারার মতো দিনরাত নীল অশ্রুপাত;
প্রণয়-আঘাতে মরি শূন্য ঘরে উঠে নাভিশ্বাস;
হীরামন পাখি নই উড়ে-ফুড়ে তার কাছে যাই
চিতায় প্রবেশ করে অপার বিরহ করি দূর;
চিৎকার করে বলি প্রেম ভিন্ন বিশ্ব চুরচুর;
মেদিনী বিদার দেও আমরণ পশিয়া লুকাই।

বিরহ-আঘাতে দিন, বিরহ-আঘাতে যায় রাত;
অপার আগুনে পুড়ে দাউ-দাউ আমার ভুবন;
হাজার নিদাঘে যেন পুড়ে গেছে দেহ-প্রাণ-মন;
একবার কাছে এসো রিমি তুমি হাতে রাখো হাত;
একবার প্রাণ মন ধারাজলে করে নিক স্নান;
একবার একবার রিমি তুমি প্রাণে রাখো প্রাণ।

১৭. ১০. ২০০৭

অন্ধকার-প্রেমী

অন্ধকার-প্রেমী তুমি সর্পিণীর মতো মুখে বিষ
করতলে বালিয়াড়ি কালাহারি মরুভূমি থর;
প্রীতিভূমি থেকে দূরে বহু দূরে নিত্য বাড়িঘর;
প্রেম-পাখি শিস দেয়, মিছেমিছি করো ফিসফিস।
বলো-বলো কবে হবে জ্যোৎস্নালোকে সূর্যমুখী ফুল;
হবে তুমি গন্ধরাজ, অপার্থিব মন্দার কুসুম;
বলো-বলো কতকাল থেকে যাবে রাঙা কুমকুম;
মনোভূমে কতকাল দোল খাবে রাশ-রাশ ঝুল।

দিনরাত অন্ধকারপুরী ধনি তোমার হৃদয়;
অবিরত পথ ভুলে অন্তহীন আঁধারে-আঁধারে
সংজ্ঞাহারা মাথা কুটে আদিগন্ত পাহাড়ে-পাহাড়ে;
বিষকুম্ভ পয়মুখ সারাক্ষণ ভয়-ভয়-ভয়।
বলো-বলো কবে হবে চন্দ্রপ্রভা, নদী সুরধুনী
বাহার রাগিণী হবে, হবে তুমি হিরা-পান্না-চুনি।

১৮. ১০. ২০০৭

যাস না যাস না ফিরে

কুমীরির মতো চোখে বার-বার কেন যে তাকাস।
জানিস না যুবতী তুই সাত শূন্য আমার বয়স;
কীভাবে কীভাবে বল্ প্রেমানলে ঢালি সুধারস!
দেহ-তরী বেয়ে-বেয়ে পাবে নাকো গোলাপি আকাশ।
জানিস না তরুণী তুই সাতশূন্য আমার বয়স?
পুড়িয়ে-পুড়িয়ে প্রেমে জয় করা সম্ভব নয়,
কামানলে পুড়ে-পুড়ে জানি জানি অসম্ভব জয়,
কীভাবে কীভাবে বল্ রাতদিন তোকে রাখি বশ!

যাস না যাস না ফিরে, কাছে আয় পাশে এসে বস্।
সোনালি কবিতা আমি পড়ে যাব কান পেতে শোন্,
গোলাপি কবিতা আমি পড়ে যাব করে গুনগুন,
পড়ে-পড়ে কানে তোর ঢেলে দেব গীতসুধা-রস,
যাস্ না যাস্ না ফিরে, আয়-আয় সন্নিকটে আয়
ডুব্-ডুব, রস-নদে, স্নান কর্ অমৃতধারায়।

২২. ১০. ২০০৭

অন্তরালে রণচণ্ডী

দেবদূতী অন্তরালে দৃশ্য রোজ রণচণ্ডী রূপ।
অশরীরী চড় মেরে বশে রাখো পুরুষ-প্রজাতি ;
অদৃশ্য লাথির ঘায়ে কত ঘরে জ্বালো অমারাতি ;
অন্তরালে দৃশ্য রোজ আদি-অন্ত তোমার স্বরূপ।
সঙ্গোপনে লন্ডভন্ড করে ঘর থাকো চুপচাপ
কত ঘরে চিতা জ্বেলে রাতারাতি করো অন্ধকার ;
হরিণীর রূপ ধরে বাঘিনীর মতো ব্যবহার ;
কত ঘরে নরসিংহ ভয়ে চায় একশো গণ্ডা মাপ।

দেবদূতী অন্তরালে দৃশ্য রোজ রণচণ্ডী রূপ।
তোমায় অমন ভয় প্রতিদিন করে বহুজন,
দশ মহাবিদ্যা রূপে পূজা করে মঙ্গল কারণ।
অন্তরালে দৃশ্য রোজ আদি-অন্ত তোমার স্বরূপ।
কত ঘরে ভায়ে-ভায়ে যুদ্ধ বাঁধে, বাপে ছেলে রণ,
ভুলক্রমে এক-আনা হ্রাস পেলে তোমার শাসন।

২৪. ১০. ২০০৭

ঘুমা-ঘুমা-ঘুমা

দূর থেকে রূপাগুনে মন পোড়ো মন পোড়ো রুমা,
চোখ দুটি এ হৃদয়ে আজো জ্বলে ঝলমলঝল ;
গায়ের সোনালি আভা আজো জ্বলে জ্বলজ্বলজ্বল ;
মনে হয় পাশে যেন বসে আছো লাল গোল সোমা।
সোনাঝরা দিনগুলি মনে পড়ে মনে পড়ে রুমা,
মনে পড়ে জ্যোৎস্নালোকে প্রেমখেলা তোমার-আমার
পাশের বাড়ির রুনা টুং টুং বাজাত সেতার;
রাতজাগা পাখি এক ডেকে যেত ঘুমা-ঘুমা-ঘুমা।

সোনাঝরা দিনগুলি মনে পড়ে মনে পড়ে রুমা,
হাজার রুপালি রাত নৃত্য করে প্রাণের ভিতরে ;
হাজার হরিৎ দিন নৃত্য করে হৃদয়ের ঘরে ;
আজো প্রাণ-মন বলে রুমা-রুমা হও গোল সোমা।
সোনাঝরা দিনগুলি মনে পড়ে মনে পড়ে রুমা
রাতজাগা পাখি এক ডেকে যায় ঘুমা-ঘুমা-ঘুমা।

২৯. ১০. ২০০৭

কেউ যেন জানিতে পারে না

বুড়ো তোকে ভালোবাসি কেউ যেন জানিতে পারে না।
যদি জানে আমার ভোগান্তি হবে অনন্ত অপার,
সর্বজন চুনকালি মেখে দেবে সর্বাঙ্গে আমার,
বেশ্যা বলে ডাকবে লোকে, ভদ্রজন ডাকবে বারাঙ্গনা,
অর্ধচন্দ্র দেবে কেউ, নষ্ট ভ্রষ্টা ডাকবে বহু লোকে,
গালাগাল করে তারা করবে রোজ সম্মান হরণ,
শয়তানি ডেকে বলবে তোর কেন হয় না মরণ,
পিছে-পিছে কেউ-কেউ ঘেউ-ঘেউ ডাকবে মহাসুখে।

বুড়ো তোকে ভালোবাসি কেউ যেন জানিতে পারে না।
মধ্যরাতে সঙ্গোপনে প্রেমালাপ হবে প্রতিদিন ;
বুকে তোর মুখ রেখে দেহপদ্মে হয়ে যাব লীন ;
পাদপদ্মে চুমু খেয়ে রাত্রিভর করিব ভজনা ;
অবিরাম—অবিরাম ভালোবাসা গাঙে করব স্নান ;
রক্তধারা মহামোদে রাতভর গাইবে প্রেম-গান।

৩০. ১০. ২০০৭

স্থায়ী বাড়ি

পিতামহ বলতেন
এ দেশ আমার নয়, আমার বাবার কিংবা
দাদুরও ছিল না।
একই কথা বলতেন তারও দাদুর দাদু
নাতিকে তাহার

এ পৃথিবী মায়াপুরী
গায় তার জাদুমেঘ হাঁটে
তারপর হাওয়া-গাড়ি চড়ে পাড়ি
অজানার দেশে।

এই দেশ মায়াপুরী
মহাদূরে স্থায়ী বাড়ি—আসল আবাস।

৩০. ১০. ২০০৭

দোলা তুমি কাছে এলে

দোলা তুমি কাছে এলে এক লাফে যুবা হয়ে যাই ;
প্রাণমন নৃত্য করে বেলাভূমে আছড়ে পড়ে ঢেউ ;
বলে উঠি দোলা তুমি চুমু খাও জানবে না কেউ,
বন্ধুর অনুজা তুমি আমি নই সহোদর ভাই ;
এসো-এসো ঘরবাঁধি, সহবাস হবে বারো মাস ;
তোমার গোলাপি রূপ দেখে-দেখে যাবে দিনরাত ;
মনোভূমে প্রতিদিন অবিরাম হবে বৃষ্টিপাত ;
প্রাণ-মন দেহখানি ধুয়ে দেবে সোনালি বাতাস।

প্রেমের বাতাস দোলা লাল নীল সোনালি রুপালি ;
অবিরাম মধু ঝরে সুধা ঝরে ঝর-ঝর-ঝর ;
একশো পেগ সীধু খাব সুধা খাব দোঁহে রাত্রিভর ;
মহাতিতা নিমপাতা হয়ে যাবে সুগন্ধ শেফালি ;
দুঃখগুলি হয়ে যাবে লাল নীল সোনালি বাতাস ;
ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখা দেবে নীলাভ আকাশ।

৪. ১১. ২০০৭

রৌদ্র-জ্যোৎস্না-রাত্রির উদ্দেশে

সোনালি রোদ্দুর তুমি দাঁড়াও-দাঁড়াও
তোমার আঙুল ধরে
ঘুরে আসি বিশ্ব-চরাচর

রুপোলি জ্যোৎস্না তুমি দাঁড়াও-দাঁড়াও
তোমার আঙুল ধরে
ঘুরে আসি স্নিগ্ধতার দেশ

কৃষ্ণা রজনী তুমি দাঁড়াও-দাঁড়াও
তোমার আঁচল ধরে পাড়ি দিই বিশ্ব-চরাচর।

৯. ১১. ২০০৭

মিছে এ ক্রন্দন

মায়ের অভাবে কাঁদি
ভায়ের অভাবে কাঁদি
যেন আমি অজর অমর—
চিরঞ্জীব বটে।

অভ্যাসের বশে কাঁদি
মায়াজালে পড়ে কাঁদি
মিছে এ ক্রন্দন
জাতকের রূপ ধরে মৃত্যু চলে রোজ।

১২. ১১. ২০০৭

উচ্ছল নাগরী

লিঙ্গ যোনি যৌনতার লালাগুনে বাস দিন রাত।
প্রণয়-ফুলের ঘ্রাণ ভাল্লাগে না তোমার ভ্রমরী ;
নিয়ত ভোলাও নৃত্যে চন্দচূড় দেব ত্রিপুরারি ;
উর্বশী মেনকা রূপে নৃত্য করে করো বাজিমাত ;
ভালোবাসা থেকে থাকো প্রতিদিন শতাকাশ দূর ;
দেহজ আগুন ছুঁড়ে পোড়ো রোজ সোনালি যৌবন ;
কামাগুনে পুড়ে করো ভস্মীভূত সমস্ত যাপন ;
আগুনে-আগুনে পুড়ে প্রতিক্ষণ, বিভাবরী ভোর।

প্রণয়-ফুলের ঘ্রাণ ভাল্লাগে না তোমার ভ্রমরী।
প্রেমাতুর জন আমি করি রোজ আত্ম-নিবেদন,
দেহজ আগুনে পুড়ে তুমি করো আমায় বরণ।
শুধু-শুধু কামাগুনে পুড়ে-মরা জন্তুধর্ম নারী,
কুঞ্জরীর মতো তুমি কামী ধনি, উচ্ছল নাগরী;
প্রণয়-ফুলের ঘ্রাণ ভাল্লাগে না তোমার ভ্রমরী।

১৪. ১১. ২০০৭

পারাবতী

পারাবতী গাছ থেকে গাছে ওড়া তোমার স্বভাব ;
রূপরাজ বৃক্ষ দেখে মাঝে-মাঝে উড়ন থামাও।
তারপর দূর থেকে দূরে তুমি যাও উড়ে যাও
ও পুরুষ অসুখের মতো ভোগে তোমার অভাব।
গাছে বসে শিস দাও সাড়া দেয় প্রেমিক শালিক ;
ঠোঁটে ঠোঁট মুখে মুখ রেখে পুন যাও উড়ে যাও
তারপর বায়বীয় দেশে তুমি উধাও-উধাও ;
অনন্ত বিরহে কাঁদে রাত্রিদিন পুরুষ প্রেমিক।

পুরুষ প্রেমিক নারী আর তুমি উড়ন্ত শালিক ;
মধুর আবাসে বসে রাঙা করো যদুর আলয়
যদুর আলয় পুড়ে ডাক পাড়ো মলয়! মলয়!
সব শেষে বলে ওঠো ঘনশ্যাম আমার প্রেমিক।
পারাবতী গাছ থেকে গাছে ওড়া তোমার স্বভাব
ও পুরুষ অসুখের মতো ভোগে তোমার অভাব।

১৭. ১১. ২০০৭

তোমার বন্দনা করি নারী

কে তুমি! শোকের দিনে চোখ থেকে ঝরে সুধাধারা,
মুখ থেকে মুক্তিধারা শান্তিধারা ঝরে ক্ষণে-ক্ষণ ;
অবিরত সঞ্জীবিত করো তুমি দেহপ্রাণমন ;
স্পর্শসুখে শোকাগুন নিবে যায়, সুখী সর্বহারা।
কে তুমি! শোকের দিনে রাঙা স্বপ্ন দাও উপহার,
মরুভূমে ঝরঝর ধারাজল, সোনালি প্রভাত ;
মধুময় করো ঘর করে রোজ স্নিগ্ধ বৃষ্টিপাত ;
আকাশে-বাতাসে ভাসে সোনাঝরা দিনের বাহার।

ধনি তুমি মনোরমা, প্রতিদিন পরমা সমান
তোমার স্পর্শে দুঃখ প্রতিদিন সোনার কুসুম,
ঝলমল সূর্য-চাঁদ, তারাবন, ঝলমল ব্যোম।
তোমার স্পর্শে ধনি দুঃখ ঝরে হয় ছত্রখান।
ঘোর কলি নষ্টকাল তোমার বন্দনা করি নারী,
নিয়ত তোমার স্পর্শে স্বর্গখণ্ড ঘরদোর বাড়ি।

৭. ১২. ২০০৭

প্রকৃতির বরে ধনী

নিত্যদিন রূপবৃষ্টি করে পথে যায় নারী যায়,
গায় তার প্রস্ফুটিত রাঙা ফুল—প্রণয়-কুসুম।
প্রকৃতির বরে নারী মহাধনী জ্বলজ্বল সোম,
পুরুষ-প্রজাতি রোজ গায় তার স্বর্গ খুঁজে পায়।
প্রকৃতির দানে ধনী, ভিখিরি পুরুষ মাগে প্রেম,
বার-বার ঠোঁটে তার ঠোঁট রেখে সুখ-সুধা খায়,
বার-বার মুখে তার মুখ রেখে শান্তি-সুধা পায় ;
উল্লাসে পুরুষ বলে : নারী ধনী নিত্যদিন হেম।

প্রকৃতির বরে স্নিগ্ধ ষোলো-আনা পাষাণ-প্রতিমা,
পাথরীও প্রতিক্ষণ করে স্নিগ্ধ উষ্ণ আচরণ ;
প্রকৃতির বরে নারী প্রতিক্ষণ কৌস্তুভ-রতন,
প্রকৃতির বরে ধনী, সমুজ্জ্বল মহিমা গরিমা,
বরে ধনি স্নিগ্ধ করে বালিয়াড়ি ধু-ধু বালিচর,
বরে ধনী, পাষাণীও প্রেম করে, বাঁধে বাড়িঘর।

৭. ১২. ২০০৭

উর্বশীর মতো চেয়ে

উর্বশীর মতো চেয়ে করো রোজ মত্ত মধুকর
একি প্রেম? নাকি নারী রঙ্গরস আনন্দবিলাস?
পুরুষের প্রাণ-নিয়ে ছেলেখেলা তোমার অভ্যাস।
কামরোগে জর্জরিত করে তারে, পোড়ো হাড়-গোড়।
বলো-বলো প্রেম নাকি ছলাকলা অন্বিষ্ট তোমার?
কী যে মধু আহরণ করো তুমি চোখ জ্বেলে রোজ
কামে পুড়ে সুপুরুষ করো তারে কী অন্ধ অবুঝ ;
চোখে-মুখে গায় তার ছোঁড়ো রোজ সোনালি আঁধার।

কী যে চাও! কী যে চাও! ছলাকলা? প্রণয়-আসার?
বুঝিনি বুঝিনি নারী নদীরূপা তোমার স্বভাব।
তুমি কি জেনেছ নারী কোনোদিন নিজ মনোভাব?
কখনো বুঝিনি নারী নলতল স্বভাব তোমার।
কামাগুনে রূপাগুনে নরজয় তোমার নিয়তি
ছলাকলা জাল ফেলে করো তুমি তারই বেসাতি।

১৮. ১২. ২০০৭

প্লাস্টিকের ফুল

যত্রতত্র কবিতার কর্মশালা
রামা শ্যামা যদু মধু কবি-শিরোমণি
বানায় কবিতা তারা অপূর্ব সুন্দর!
মন্দার কুসুম নয়—কাগজের গন্ধরাজ ফুল ;
এসব কবিতা দেখে
স্বর্গ থেকে কালিদাস চণ্ডিদাস রবীন্দ্র ঠাকুর,
সমূহ উজ্জ্বল কবি মুচকি হাসেন,
চমকে ওঠে রামা কবি শ্যামা কবিগণ ;
সৎ কবি হাততালি দেয়
স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে
প্রগাঢ় প্রেরণা ভিন্ন কবিতা কল্পনালতা
প্লাস্টিকের ফুল।

৩০. ১২. ২০০৯

মেসো তুমি ভালোবাসো

মেসো তুমি ভালোবাসো, ঘুণাক্ষরে জানবে না কেউ।
পাড়াত আঙ্কুল বলে সর্বজনে দেব পরিচয় ;
সঙ্গোপনে সুর ধরে ডাকব আমি সঞ্জয়! সঞ্জয়!
হাস্যলাস্য করব আমি, ডাকবে তুমি মউ! মউ! মউ!
মেসো তুমি বন্ধু হও, হও তুমি আমার প্রেমিক;
পার্কে বসে মুখ দেখব, জ্যোৎস্নালোকে বড়পানি লেক।
প্রেমামোদে বার-বার পরস্পর করব হ্যান্ড-শেক।
একশো চুমু খেয়ে ডাকব সুর ধরে মানিক! মানিক!

মেসো তুমি সঙ্গোপনে প্রেম করো জানবে না কেউ।
দেহখানি মেলে দেব মাঘী রোদে জাজিমের মতো ;

হর্ষাঘাতে গুনগুন সুরে গাইব প্রেমগান শত ;
বার-বার চুমু খাব, ডাকবে তুমি মউ! মউ! মউ!
মেসো তুমি সঙ্গোপনে প্রেম করো জানবে না কেউ ;
নগ্ন হব, চুমু খাব, মিষ্টি স্বরে ডাকবে মউ! মউ!

৩০. ১২. ২০০৭

অনামিকা প্রেম করে

অনামিকা প্রেম করে বার-বার দৃষ্টি অপলক ;
পুড়িয়ে-পুড়িয়ে প্রেমে করে রোজ হৃদয় হরণ ;
চোখ দুটি হেমপদ্ম ছোটো রাঙা পাখির পালক
প্রতিক্ষণ অগ্নিবৃষ্টি শুভদৃষ্টি ক্ষণে-ক্ষণে-ক্ষণ।
অনামিকা প্রেম করে। জয় করে আমার হৃদয়
দূরদেশি পরবাসী। এ হৃদয় জ্বলে ধক্-ধক্।
মেঘ ডাকে গুরুগুরু। আকাশে কী বিদ্যুৎ চমক
প্রতিদিন অগ্নিবৃষ্টি, চিরগ্রীষ্ম হৃদয়-আলয়।

পরবাসী অনামিকা কালক্রমে মনোনিবাসিনী।
হৃদয়ে অরুণা যেন আলো-আলো, লালিম প্রভাত,
হৃদয়ে চন্দ্রমা যেন আলো-আলো, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাত,
হৃদয়ে তনিমা যেন, নৃত্যপর চিতল হরিণী।
দীর্ঘদিন অনামিকা দূর দেশে তোমার আবাস।
তবুও হৃদয়ে তুমি প্রতিদিন মলয়বাতাস।

১১. ১. ২০০৮
মুম্বই

স্বপ্ন

মধ্যরাতে দিব্যাঙ্গনা বেশে নারী ঢুকিলেন ঘরে,
অপলক চোখে চেয়ে কানে-কানে বলিলেন নারী ;
রূপরাজ যুবা তুমি নিত্য হও আমার পূজারী,
প্রেমাগুনে পুড়ে-পুড়ে বৃষ্টি হব ঝরঝর স্বরে,
পরমা প্রকৃতি ভেবে করো রোজ ভজনা আমার,
সৃষ্টি-মূলাধার আমি, ধনেজনে ভরে দেব ঘর
সন্তান-সন্ততি হবে সূর্যতুল্য, দেব হেন বর
চরাচর আলো হবে উবে যাবে সমস্ত আঁধার।

বলিলাম : প্রীতিপদ্মে মহিয়সী করে যাব পূজা,
শরীরী কামাখ্যা ভেবে করে যাব প্রত্যহ ভজনা,
কাত্যায়ন ঋষি-সম করে যাব সর্বদা অর্চনা
পাদপদ্মে মাথা রেখে মন জয় করিব দ্বিভোজা।
ভাবাবেগে দিব্য নারী সচুম্বন ধরিলেন হাত,
নরোত্তম ডেকে দেবী করিলেন পুষ্প-বৃষ্টিপাত।

১৬. ১. ২০০৮

পড়োশিনী প্রেম করে

সঙ্গোপনে পড়োশিনী দেহ তার দেয় উপহার ;
সোনার বলের মতো মুখ তার করে ঝলমল,
চোখ তার নীল ফুল স্তন তার তরমুজ ফল,
দেহ তার সোনাতরু অপরূপ রূপের আধার।
পড়োশিনী প্রেম করে নীলালোক জনহীন ঘরে,
ক্ষণে-ক্ষণ দেহ থেকে ঝরো-ঝরো সোনালি বাহার,
বেগুনি গোলাপি প্রেম, ঘরে ঝরে সবুজ আসার
পড়োশিনী প্রেম করে সুধা ঝরে মধু ঝরে পড়ে।

পড়োশিনী প্রেম করে লাল চাঁদ গাছের চূড়ায়,
আদিগন্ত পুলকিত শুভ্র জ্যোৎস্না করে ঝলমল,
পড়োশিনী প্রেম করে রাতভর ঘর জ্বলজ্বল,
দেহ তার প্রেমালোকে কল্পতরু কল্পলতা প্রায়।
সঙ্গোপনে পড়োশিনী প্রেম করে চাঁদ জ্বলে ঘরে,
রাতভর অভিসার, প্রেমাসার ঝরোঝরো ঝরে।

৯. ২. ২০০৮
মুম্বই

হও তৃষ্ণাহর

দীর্ঘদিন চুম্বনের রসধারা ঝরেনি অধরে,
শরীর চৌচির মাঠ হৃদয় শুকিয়ে কাঠ প্রিয়,
এক্সপ্রেস ট্রেন চড়ে রাতারাতি উড়ে এসো ঘরে ;
আলিঙ্গনে বন্দি করে প্রাণে ঢালো প্রণয়-অমিয়।
অসীম বিরহ-জ্বালা, জ্যোৎস্নালোকে দেহ জরজর,
ডানে-বাঁয়ে মরুভূমি, সবখানে শুধু ঝরা ফল ;
দিন যায় রাত যায় দীর্ঘদিন নিথর অধর,
চিৎকার করে প্রাণ বলে রোজ জল চাই জল।

দিনরাত কোটি সূর্য জ্বলে যেন হৃদয়ে আমার।
বনজ্যোৎস্না জলজ্যোৎস্না নয় আজ নয়নাভিরাম।
অপার আগুন জ্বলে, বিরহ-আগুন অবিরাম।
দিবালোকে ডানে-বাঁয়ে ঘুটঘুটে মহা অন্ধকার ;
কাছে এসো প্রিয়তম শূন্য ঘর বিশ্ব ঝর্‌ঝর,
প্রেমবন্দি করে হও তৃষ্ণাহর, হও বিষহর।

১৯. ২. ২০০৮
মুম্বই

রাঙা বউ প্রেম করে

রাঙা বউ প্রেম করে। পাখি হয়ে উড়ে যাব নাকি?
গায় তার ভনভন করে উড়ব দিবস-রজনী।
কী মধুর ম-ম গন্ধ গায় তার জানি আমি জানি।
রাঙা বউ প্রেম করে রাতভর সারা গায় মাখি।
মাজা তার ঝড় তোলে বান ডাকে হৃদয়ে আমার।
চিতলির গায় আমি পড়ে থাকি দীঘল চিতল।
লোহিতের জল বাড়ে, প্রেম বাড়ে শত নলতল।
রাঙা বউ ঘরবাড়ি আর আমি মাজুলি তাহার।

রাঙা বউ প্রেম করে। প্রেম তার গভীর অতল।
প্রেমের অতলে গড়ি ঘরবাড়ি আমার ভুবন।
তার রাঙা পায় বেচি প্রতিদিন আমার যৌবন।
রাঙা বউ প্রেম করে। সে আমার তৃষ্ণার জল।
রাঙা বউ সোনা বউ মণি বউ পাড়া-গাঁ আমার।
আমি তার তারাপুঞ্জ, প্রতিদিন সূর্যচন্দ্র তার।

২৮. ২. ২০০৮
মুম্বই

লোহিত : ব্রহ্মপুত্র নদের অপর নাম।
মাজুলি : ব্রহ্মপুত্রে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-দ্বীপ।

বিয়োগে বিয়োগে যোগ

রামা শ্যামা যদু মধু রহিম করিম তোর প্রিয়
দিবারাত্র কেজি দরে বিক্রি হয় ভালোবাসা তোর।
বহুজন চেটেপুটে খায় তোর ভালোবাসা-সর,
সর্বজন বলে তোর লীলাখেলা নয় মার্জনীয় ;
তাতে তুই বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করিস না কামিনী,
সর্বজনে কাঁচকলা প্রদর্শন স্বভাব তোমার,

সর্বদা উদাত্ত কণ্ঠে : ভালোমন্দ কে আছে দেখার?
রক্ষক ভক্ষক রোজ অন্ধকারে হাতায় মোহিনী।

শাবাশ! শাবাশ ধনি! কণ্ঠে ঝরে সত্যসন্ধ বিষ,
পুরুষ যায় না কম শতকরা একশো লম্পট ;
অন্ধকারে নারী চুরি করে কত ভেকধারী শঠ।
নারী যদি কামাচারে পুলকিত কেন ফিস-ফিস,
বিয়োগে-বিয়োগে যোগ একশো মিথ্যে লিঙ্গ ব্যবধান
কামাচারে ব্যভিচার, প্রকৃতির নিজস্ব বিধান।

১০. ৪. ২০০৮
মুম্বই

অভিনয় কেন মধুমিতা?

অন্তহীন অভিনয় কেন-কেন-কেন মধুমিতা!
ভালো লাগে প্রেম করো নচেৎ আড়ালে যাও ধনি ;
শত দূরে বাস করো কাছে নৃত্য করো না হরিণী ;
সুর ধরে বলো নাকো বুকে জ্বলে বিরহের চিতা।
অন্তহীন অভিনয় করে রোজ করো প্রেম-খেলা ;
কাছে গেলে সম্ভাষণ : বন্ধু তুমি আমার মানিক ;
দূরে গেলে বলে ওঠো : রূপরাজ আমার প্রেমিক
মধুমিতা অবিরাম অভিনয়, বানে ভাসে ভেলা।

যাও-যাও চিরতরে অন্তরালে যাও মধুমিতা।
ভালো-ভালো অতি-ভালো ষোলো-আনা অন্তরালে যাওয়া ;
তবে-তবে চিরতরে স্তব্ধ হবে ছলা-তরী বাওয়া।
যাও-যাও মধুমিতা, নও তুমি মিতা-পারমিতা
নিপুণ নায়িকা তুমি অন্তরালে যাও মধুমিতা
অভিনয় প্রাণে মারে, চিৎভূমে জ্বালে শত চিতা।

১২. ৪. ২০০৮
মুম্বই

ভুলের মাশুল

বার-বার ভালোবেসে মেপে নিই ভুলের মাশুল ;
বস্তুত মাশুল সে তো একাকাশ আগুন-আগুন।
দূরে কাছে চারিপাশে চিতা জ্বলে দূর্-অস্ত্ ফাগুন ;
চিৎকার করে বলি ভালোবাসা ভুল-ভুল-ভুল।
বার-বার ভালোবেসে ভাসমান লাভার প্রবাহে,
মুহুর্মুহু মুমূর্ষুর মতো বাঁচি কৃতান্তের দেশে ;
জন্মমৃত্যু একাকার মৃত্যু হাঁটে জীবনের বেশে ;
সারা দেহ প্রাণমন পুড়ে-পুড়ে খাক দাবদাহে।

তবু পুন প্রেম-পিক উড়ে এসে ডালে বসে রোজ,
ভালোবেসে বার-বার হাত রাখি কাজল পাখায়,
পলকের তরে পাখি ঝাপটে ধরে কাজল ডানায়।
তারপর দূর থেকে দূরে ওড়ে নিহত সবুজ।
দিনভর অশ্রুপাত ভেসে যায় আমার ভুবন ;
দুর্নিবার দাবদাহ, রাত্রিদিন অপার ক্রন্দন।

১৩. ৪. ২০০৮
মুম্বই

ছোট গেছে নীল দেশে

স্নেহনীড় ছোট গেছে নীল দেশে নীল নদী পারে ;
আকাশে-বাতাসে বাস আঁখি তারে দেখে নাকো আর ;
আলোকে-আঁধারে বাস অগোচরে আবাস তাহার ;
জীবনে পাব না তারে রাত্রিদিন শত অশ্রুধারে।
সে গেছে সুদূর দেশে সূর্যতারালোকের ওপারে ;
সেই দেশ থেকে কেউ ফেরে নাকো পার্থিব আলয়ে ;
ভাই কাঁদে বোন কাঁদে পরিজন কাঁদে ডানে-বাঁয়ে ;
আঁখি-জলে মাটি ভাসে বধূ কাঁদে সে তো আসে না রে!

বিশ্বজুড়ে গুনগুন ধ্বনি ওঠে সে পথিক নাই।
উচ্ছল নদীর মতো ডানে-বাঁয়ে বেদনা-প্রবাহ ;
পরিজন পুড়ে মরে অসহন বেদনার দাহ ;
ঘরে বাইরে ক্রন্দনের রোল ওঠে কোথা গেছে ভাই?
স্নেহনীড় ছোট গেছে নীল দেশে নীল নদী পারে ;
ঘরবাড়ি চরাচর জ্বলে খাক দাউ-দাউ ঝড়ে।

১৬. ৪. ২০০৮
মুম্বই

কানে তালা

প্রকৃতির সুসন্তান গাছ
গায় তার সবুজ-সবুজ হাত
হাওয়া দিয়ে ছায়া দিয়ে
ফুলফল দান করে সুখী করে মনুষ্যসমাজ
মানুষ-প্রজাতি তবু শত্রু তার
নগর বানাতে তারা
নিত্য করে সংহার তার

সুধীগণ গর্জে ওঠে করে প্রতিবাদ
সরোষে ধিক্কার দেয়
কৃতঘ্ন সভ্যতা লক্ষ মুর্দাবাদ
সম্রাটের কানে তালা
পৌঁছে না কালার কাছে পৃথিবীর মৃত্যু-সংবাদ।

১৭. ৪. ২০০৮
মুম্বই

কে জ্বালাবে বাতি?

কথা ছিল তুমি হবে গৃহবধূ আমার ঘরণী,
কথা তো রাখোনি তুমি ঘুমে রেখে হলে পরবাসী ;
সম্পর্ক অটুট আছে মায়া করে ছেলে ডাকে মাসি।
শাবাশ! শাবাশ ধনি! এক লাফে বানর-রমণী!
ছলাকলা-পটিয়সী, কানমলা দেয়া জানি তোমার স্বভাব,
পুরুষ-প্রজাতি তোর শ্রীচরণে নিত্য ক্রীতদাস।
দেবীজ্ঞানে পূজা করে লক্ষ জন সদা খায় বাঁশ,
স্তুতি দেখে প্রতিমার মতো মুখে নির্বিকার ভাব।

বলো-বলো কার ঘর আলো করো এখন সুন্দরী!
রামালয়ে থেকে ধনি শ্যামালয়ে দীপ জ্বালো নাকি?
রামাশিস শ্যামাশিস শিবাশিস প্রিয় নাকি সাকি?
বলো-বলো কার ঘর আলো করো পোড়ো কার বাড়ি!
শত ঘর আলো করা ভাবো যদি তোমার নিয়তি ;
প্রতি ঘর থেকে যাবে অন্ধকার। কে জ্বালাবে বাতি?

১৮. ৪. ২০০৮
মুম্বই

বিরহ

মিষ্টি রোদে পূজার দিনে
শিলং শহর পরিক্রমা
হবে না জানি আর
জ্যোৎস্নালোকে শিলং দেখা
পাহাড়-চূড়ায় মেঘের খেলা
হবে না দেখা আর

হাওয়ায় পাইন গাছের দোলা
সন্ধে বেলার হিমেল হাওয়া
লাগবে না আর গায়
সাত সকালে শীতের দিনে
হিরার বরণ শিলং পাহাড়
হবে না দেখা আর

মোহিনী শিলং হবে না দেখা
চোখের তারা বিরহ-জ্বালায়
সজল হয়ে যায়।

২০. ৪. ২০০৮
মুম্বই

প্রণয়-পদ্ধতি সব জানা

ষোলো থেকে প্রেম করি প্রণয়-পদ্ধতি সব জানা,
সর্বোপরি পড়িয়াছি বাৎসায়ন পর-পর-পর।
নগ্ন দেহ মেলে দিলে বশীভূত নিমেষে নাগর;
মেলে দিলে গোল স্তন দেহে তার প্রেম দেয় হানা ;
দৃষ্টিবাণ ছুঁড়ে দিলে গায় তার ওঠে কামজ্বর ;
ছুঁড়ে দিলে রূপাগুন যুবাগাছে ধরে কামানল।
কৃষ্ণ চুল মেলে দিলে নবতরু নিমেষে পাগল
পাছার দোলানি দেখে যুবজন বিষে জরজর।

ষোলো থেকে প্রেম করি প্রণয়-পদ্ধতি সব জানা।
দৃষ্টিবাণে অবলীলাক্রমে করি পুরুষ-শাসন,
পাছার দোলানি দেখে বশীভূত রোজ সর্বজন,
রূপদীপ জ্বেলে রোজ বশ করি রানা-মহারানা।

ষোলো থেকে প্রেম করি রংখেলা পুরুষ-নিধন,
সর্বোপরি পেকে গেছি পড়ে-পড়ে ঋষি বাৎসায়ন।

২২. ৪. ২০০৮
মুম্বই

ছোটো মেসো-২

সঙ্গোপনে ছোটো মেসো প্রতিদিন আমার প্রেমিক
আমার মেরুন বনে প্রতিক্ষণ তরুণ-হরিণ,
মনে-মনে তার পিঠে চড়ে আমি নাচি ধিন-ধিন;
প্রতিদিন রাত্রিদিন তিনি যেন মধুকণ্ঠ পিক,
আলোকে-আঁধারে তিনি প্রতিক্ষণ আমার চালক;
তার কথামতো করি ওঠাবসা চলাফেরা রোজ;
সঙ্গোপনে রাত্রিবাস চরাচর সোনালি সবুজ;
ছোটো মেসো উপপতি অন্ধকারে গোলাপি আলোক।

সঙ্গোপনে ছোটো মেসো প্রতিদিন আমার প্রেমিক
তাঁর প্রেমে গায়ে নামে সুমধুর আগুনের ধারা;
ঝরঝর বৃষ্টিপাত জলে ভাসে শরীর-সাহারা;
গুনগুন সুরে গান ছোটো মেসো আমার মানিক।
প্রীতিবনে ফুল ফোটে, ছোটো মেসো তার মালাকার;
তিনি রোজ প্রেমাধার কামাধার আমি দাসী তার।

২২. ৪. ২০০৮
মুম্বই

মন্দিরাদি-২

ও পাড়ার মন্দিরাদি দীর্ঘদিন আমার প্রেমিকা।
নিষিদ্ধ প্রণয় ভিন্ন বিশুদ্ধ হৃদয় পাওয়া ভার
কেবল নিষিদ্ধ প্রেম খুলে দেয় স্বর্গের দুয়ার;
আর-আর প্রেমফুল ঝরে-পড়া মন্দার-মালিকা।
সঙ্গোপনে মন্দিরাদি রাত্রিভর প্রেম করে রোজ,
অন্ধকারে মুখে তার ফুটে ওঠে বহুবর্ণ চাঁদ।
প্রতিদিন প্রাণভরে ভালোবাসি তার মিঠে ফাঁদ,
মনোভূমে ফুটে ওঠে থরে-থরে সোনালি সরোজ।

সর্বজন জেনে গেছে মন্দিরাদি আমার প্রেমিকা।
পাড়াসুদ্ধ লোক বলে : মন্দ ছেলে রসিক নাগর,
মন্দিরা হয়েছে বুড়ি তার মাত্র পঁচিশ বছর।
সোনায় সোহাগা হতো সঙ্গী হলে পাড়ার মণিকা।
আমি বলি সিদে প্রেম ঝরা ফুল দুপুরে শেফালি;
কেবল নিষিদ্ধ প্রেমে সোনা ঝরে স্বর্গের সোনালি।

২৪. ৪. ২০০৮
মুম্বই

দালাল নগরে বাস

দালাল নগরে বাস। এইখানে মিত্র মেলা ভার।
আশে-পাশে দালালের গুনগুন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।
পলকে হাজার টাকা হয়ে যায় হাজার ডলার।
মিঠে স্বরে পরিচিতি : স্যার আমি নেত্রানন্দ দাস,
পয়সা ছাড়ুন যদি, নীলালোকে পরি উপহার ;
ঝলমল লালালোকে রাতভর বাইজির নাচ;
মুহূর্তের মধ্যে হবে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার ;
ইন্দ্রের সভায় যেতে কাল নেবে অনুপল পাঁচ।

দালাল নগরে বাস, আশেপাশে দালালের বাস,
দালালের ব-কলমে চলে আজ উপমহাদেশ;
চলে লাখো ফাইভ স্টার সিনেমা বা জন সমাবেশ।
এখানে-ওখানে পড়ে দালালের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস,
দালালের গাড়ি চড়ে জনগণ হিল্লি-দিল্লি করে
দালালের জয়-জয়, গুণগান ভূ-ভারত জুড়ে।

২৬. ৪. ২০০৮
মুম্বই

বাস কর্ হৃদয়ে আমার

কন্যার বয়সী মেয়ে রূপাগুন মেলে কেন নিয়ত তাকাস;
অবিরাম দাউ-দাউ কামাগুনে কেন তুই আমায় পুড়িস;
কামগন্ধে প্রেমগন্ধে কেন তুই অবিরত মোহিত করিস;
কেন-কেন-কেন তুই দিন-নাই রাত-নাই প্রণয়ে ভোলাস।
জানিস জানিস তুই আমার বয়স আজ তিনকুড়ি দশ;
বল্-বল্ এ বয়সে আমি কি পরাতে পারি প্রেমপাশ হার;
বল্-বল্-বল্ মেয়ে এ বয়সে ঠোঁটে আছে লাল-নীল ধার।
সোনাঝরা দিন গেছে বল্-বল্ কিসে আমি তোকে রাখি বশ।

আয়-আয়-আয় মেয়ে বাস কর্ হৃদয়ে আমার।
আমার হৃদয়ে তুই জেগে থাক ঘুমা তুই ঘুমা;
নিমেষেই হয়ে যাবি জ্বলজ্বল ঝলমল সোমা।
আয়-আয়-আয় মেয়ে হয়ে যাবি সোনাঝরা উষার বাহার;
অতীন্দ্রিয় প্রেম মেয়ে সোনাহিরা সোনাহিরা হিরার পাহাড়;
আয়-আয়-আয় মেয়ে সে পাহাড়ে ঘর বাঁধি তোর ও আমার।

২৬. ৪. ২০০৮
মুম্বই

প্রেম

ক্ষণে-ক্ষণ লাল নীল হিরারং হাসির ঝলক,
মিষ্টি হাসি দুষ্ট হাসি চোরা দৃষ্টি যেন লাল নাগ।
ক্ষণে-ক্ষণ সারা গায় কামড়ায় প্রাচীন তক্ষক,
সর্পীর কামড় খেয়ে মনে-প্রাণে জাগে অনুরাগ।
ক্ষণে-ক্ষণ রাঙা দৃষ্টি নীল দৃষ্টি শুভ দৃষ্টিপাত,
হৃদয়ের গাঙে জাগে ক্ষণে-ক্ষণ উদ্বেলিত বান।
অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি বিষবৃষ্টি সারা দিন রাত,
আগুনে-আগুনে পুড়ে প্রতিদিন চিতাভস্ম প্রাণ।

হাসিটুকু দৃষ্টিটুকু এ হৃদয়ে বাজে ঝনঝন।
বিশ্বজিৎ প্রেম। ধর্ম তার মুখে পোরা আগুনের আঁচ—
তরঙ্গিত মহাবাহু-জলে রোজ দেওধনি নাচ;
ধর্ম তার করতলে চিতা জ্বেলে সোনাঝরা গান;
মিষ্টি হাসি দুষ্ট হাসি চোরা দৃষ্টি ক্ষণে-ক্ষণ ক্ষণ,
লাল নীল হিরারং হাসি জ্বেলে হৃদয়-হরণ।

৩০. ৪. ২০০৮
মুম্বই

মহাবাহু : দীর্ঘতম নদ বলেই ব্রহ্মপুত্রের মহাবাহু নাম।
দেওধনি নাচ : আসাম দেশের রুদ্রতালযুক্ত একপ্রকার লোকনৃত্য।

সুষমার পায়চারি

ফুল দোলে পাতা দোলে
গাছ দোলে হাওয়ায়-হাওয়ায়
গোলাপি সুবাস লাগে গায়

ধারে দূরে পাখি ডাকে পাখি ওড়ে
ডানার বাতাস লাগে গায়

সোনালি কাকলি ভাসে হাওয়ায় হাওয়ায়
গোলাপের স্পর্শ যেন শিরায় শিরায়

ফুল দোলে পাতা দোলে গাছ দোলে
ধারে দূরে পাখি ডাকে পাখি ওড়ে
সোনালি বাতাস লাগে গায়
সুষমার পায়চারি চোখের তারায়।

৪. ৫. ২০০৮
মুম্বই

ভাল্ লাগে

ভাল্ লাগে তোর দুষ্ট হাসি মিষ্টি হাসি অঙ্গভঙ্গি সই
ভাল্ লাগে তোর আলাপচারী পায়ের ধ্বনি সই
ভাল্ লাগে তোর চুলের ওড়া মনোমোহন চুলের চূড়া
ভাল্ লাগে তোর হাসিখুশি আননখানি প্রণয়-তৃষ্ণা সই

ভাল্ লাগে তোর রূপের ধ্বনি প্রেমের খনি সই
ভাল্ লাগে তোর স্তনের বাহার অঙ্গশোভা সই
ভাল্ লাগে তোর স্বরের মধু ঠোঁটের আগুন সই

ভাল্ লাগে তোর জীবনযাপন ভাল্ লাগে তোর চলনধরন
ভাল্ লাগে তোর অঙ্গে জোড়া যোনি-তীর্থ সই।

১৫. ৫. ২০০৮
মুম্বই

নদীর দেশের লোক

নদীর দেশের লোক, আষ্টে-পৃষ্ঠে জল-জল-জল।
নদীর মোহন গানে রাতে ভাঙে দিন ভাঙে ঘুম;

জলপরি গান গায় কুলকুলু নিনাদের ঝুম;
জল বাড়ে, পার ভাঙে, জলে-জলে চঞ্চল অঞ্চল।
জলে ভাসে ঘরদোর, ঘরে-ঘরে ওঠে ত্রাহিনাদ।
জল বাড়ে, জলে-জলে জলে-জলে বিশাল সাগর;
একাকার বড়োঘর কুড়েঘর গ্রামগঞ্জ শহর-নগর;
ঘরে-ঘরে সকরুণ আর্তনাদ ভেঙে গেছে বাঁধ।

নদীর দেশের লোক, প্রিয় বন্ধু চির বৈরী জল।
জল-সঙ্গে যুদ্ধ করে, সন্ধি করে জীবনযাপন;
ফসলে উজ্জ্বল করে জল রোজ নদীর ভুবন;
জল দেয় গাছে-গাছে ফুল-ফুল, থরে-থরে ফল।
নদীর দেশের লোক, জলে মরি জলে বসবাস;
জলে ভাসে ঘরদোর, জলে ভূমে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

১৭. ৫. ২০০৮
মুম্বই

অন্ধকারে আবৃত জগৎ

মধুবাতা ঋতায়তে... মধুময় পৃথিবীর ধূলি
ভুল-ভুল। চরাচর জুড়ে ব্যাপ্ত রুপালি আঁধার।
দিনরাত সবখানে লাল নীল রাঙা অন্ধকার।
অন্ধকারে পথ চলা, কাঁধে বয়ে ধাঁধা ঝুলি-ঝুলি।
লাল নীল অন্ধাকরে রাতদিন আবৃত জগৎ।
অন্ধকারে মাঝিগণ ডানে-বাঁয়ে তরী তার বায়
কোথা যাবে দেখে না তো ক্ষণে-ক্ষণ দিশাহারা হায়
প্রতিক্ষণ লাল নীল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন পথ।

আলো চাই, আলো চাই। কোথা আছে আলোর ভুবন?
কোথা মহাসূর্য ওঠে? তমোনাশ আলোর আঘাতে।
রাতদিন অন্ধকারে পথ। মধুবাতা ঋতায়তে...

ভুল-ভুল। মধুময় পৃথিবীর ধূলি অনৃত ভাষণ।
এ পৃথিবী ধাঁধাপুরী। অন্তহীন অন্ধকারে পথ।
গোলাপি রুপালি লাল নীলালোকে আবৃত জগৎ।

২৩. ৫. ২০০৮
মুম্বই

মোহিনী মুম্বই

মোহিনী মুম্বই
গান করে গায় সমুদ্র মেখলা
আকাশ মুখ দেখে সাগরের গায়
কারের কাঁচে পাখির ছায়া পড়ে
ছায়া পড়ে উড়োজাহাজের
বাতাস খেলা করে গাছের চূড়ায়
রং-বেরঙের পাখিরা ডাকে বসে গাছের ডালে
এখানে-ওখানে রাতদিন পড়ে
ব্যস্ত মানুষের ত্রস্ত নিঃশ্বাস
যুবক-যুবতীরা কাজ করে ফেরে
অনেকেই রাত বারোটায়
সিরিয়ালে রুপালি পর্দায়
এক্টার এক্ট্রেস মন ভোলায়
এখানে-ওখানে বিশতলা ত্রিশতলা
জেগে থাকে ঘুমায় শহরের গায়
পার্কের বেঞ্চে সুইমিং পুলের পারে বসে
প্রেমিক-প্রেমিকারা গল্প করে
দিনভর রাত বারোটায়
সারাদিন রাজপথে চলন্ত গাড়ি আর
অটো-রিক্শার মিছিল জাম

রাতের মুম্বই আলোক নগরী
কুইন্স নেকলেস শোভা পায় গলায় তার
রেস্ট্রো হোটেলে লক্ষ লোক খায়
স্বদেশি বিদেশি বিচিত্র খাবার
ভক্তরা প্রতিদিন সিদ্ধি বিনায়ক বাবুলনাথ আর
মুমরা দেবীর মন্দিরে যায়
মোহিনী মুম্বই
গান করে গায় সমুদ্র মেখলা।

২৪. ৫. ২০০৮
মুম্বই

শূন্যগর্ভ অন্ধকার

একদিন লাল নীল দিন ছিল এন্তার অপার;
স্মিতমুখে পরিজন প্রিয়জন করিত আহ্বান;
উচ্চৈস্বরে বন্ধুজন করিত কী উষ্ণ সম্ভাষণ;
স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে যেতো মনে হতো ঝরে সুধাসার।
একদিন শুভ্ররাঙা দিন ছিল অজস্র অপার,
দিন ছিল বিমোহিত প্রতিক্ষণ গন্ধরাজ ঘ্রাণে,
বহুবর্ণ দিন ছিল বাস ছিল স্বর্গের উদ্যানে,
সোনালি গোলাপি নীল দিন ছিল এন্তার অপার।

আর আজ শূন্যগর্ভ অন্ধকার ডাকে ক্ষণে-ক্ষণ;
মনে হয় মহাশূন্যে ঝুলে আছে জগৎ-সংসার;
সোনালি গোলাপি দিন এ জীবনে ফিরিবে না আর
সবুজ সোনালি সুরে সঞ্জীবিত হবে না ভুবন।
মধুঝরা দিনগুলি রাতগুলি উড়ে গেছে হায়
নাই-নাই ধ্বনি বাজে রাতদিন হাওয়ায়-হাওয়ায়।

২৭. ৫. ২০০৮
মুম্বই

আবার আসুন আবার উড়ুন

আকাশ পথে আসাম ফেরা
অপ্সরা প্রায়
পাঁচ তরুণী মধ্যমণি
হাস্যমুখে
খাবার-দাবার দিলেন তারা
হৃদয় নিলেন কেড়ে
নামার পথে
এক তরুণীর স্নিগ্ধ ভাষণ
আবার আসুন আবার উড়ুন
কিংফিসারে মশাই।

১. ৬. ২০০৮

সুইট টোয়েন্টি তুই

সুইট টোয়েন্টি তুই খুব ভালোবাসি
ইচ্ছা করে তোকে নিয়ে বিহু নাচ নাচি
জন্মভর প্রেম করে চিত্তসুখে বাঁচি
বার-বার নাম ধরে ডাকি তোকে হাসি
পূজা এলে ডেকে বলি আয়-আয়-আয়
শহর গৌহাটি ঘুরি সমস্ত রজনী
অন্ধকারে পথ চলি তুমি আমি ধনি
চাও-চাও খাই বসে নামী রেস্তোরাঁয়।

সুইট টোয়েন্টি তুই প্রেম করি রোজ
প্রাণ-টিয়া তোর কাছে নিত্য উড়ে যায়
ইচ্ছা করে পড়ে থাকি তোর রাঙা পায়
লাল নীল পরি তুই সোনালি সবুজ।

সুইট টোয়েন্টি তুই তনুমনপ্রাণ
তুই-তুই নিত্যদিন সুন্দরীপ্রধান।

৩. ৬. ২০০৮

আমি তাঁতযন্ত্র এক...

পাড়ার উপান্তে থাকে নবাগত রূপসী যুবতী,
হাস্যমুখে ডেকে নিয়ে ঘরে তার মন করে চুরি;
জ্বলজ্বল ছলছল চোখে চেয়ে প্রেম করে ছুঁড়ি;
সে আমার প্রাণমন দেবদূতী, চাঁদ হেমজ্যোতি;
মিষ্টি স্বরে কাকু ডেকে বুকে ছোঁড়ে ঝকঝকে চাকু;
ডেকে নিয়ে ঘরে তার মুখে দেয় হাজার চুম্বন;
বলে ধীরে আমি তাঁতযন্ত্র এক, তুমি হও মাকু;
বোনো বন্ধু জামদানি শাড়ি এক হৃদয়রঞ্জন;

সঙ্গোপনে অন্তরঙ্গ জন হও হও প্রাণাধিক
চুমোয়-চুমোয় করো পুলকিত জীবনযাপন
রাতভর সঙ্গী হও, করে বন্ধু মধুর রমণ
প্রিয়তম জন হও, হও তুমি আমার শরিক।
মিতা-মিতা-মিতা ডেকে প্রতিদিন করো সুখাদর
রঙ্গরস করে বলো বন্ধু তুমি প্রেমিক দেওর।

৬. ৬. ২০০৮

গৌরী মাসি

গৌরী মাসি কাছে এলে কেমন-কেমন করে মন;
প্রাণভূমে ঝড় ওঠে, পুষ্পবাণে পাগল-পাগল।
কাছে গেলে পাশে বসে, কামাগুনে দেহ জ্বলজ্বল

প্রেমাঘাতে কামাঘাতে ভস্মীভূত গোলাপি যৌবন।
কাছে গেলে গৌরী মাসি: বস্-বস্ মুহূর্ত উত্তম
সারা গায় হাত বোলা একশোবার চুষে খা রে স্তন,
কটিতলে মুখ রেখে চুমা খা রে, কর্ বিবসন
সঙ্গোপনে ভোগ কর্, প্রেমভূমে বৈধ অনিয়ম।

আমি তো পাড়াত মাসি, নগ্ন গায় হান্ পুষ্পবাণ
ছিন্নভিন্ন কর্ দেহ, কামী হ' রে কিবা আসে যায়
তোর মুখে মুখ রেখে নিত্যদিন প্রাণসুধা চায়
তুই হ' তুই হ' ধ্যান, নিত্যদিন হ' আমার প্রাণ।
গৌরী বলে ডাক দিস, হব আমি প্রেম-মন্দাকিনী
তোর মুখে মুখ রেখে হব আমি অলকানন্দিনী।

৮. ৬. ২০০৮

বিরহ-আগুন

বিরহ-আগুনে পুড়ে রাত্রিদিন মনে পড়ে মিতা;
তোমার আমার ছিল অন্তহীন মধুর বন্ধুতা;
অপলক চোখে চেয়ে ভেঙে দিতে রাতের স্তব্ধতা;
কাছে টেনে বলিতে গো বুকে জ্বলে বিরহের চিতা।
প্রেমে পুড়ে প্রতিদিন রাত্রিদিন বলিতাম মিতা,
তুমি-তুমি প্রাণপ্রিয়া মহারানি রোজ মধ্যমণি,
প্রতিদিন রাত্রিদিন খনিমাঝে হিরা যেন ধনি;
বলিতাম একগাঙ জল চাই গায় জ্বলে চিতা।

প্রতিদিন কানে-কানে বলিতে গো ভুলিব না প্রিয়,
বলিতে গো জন্মভর থেকে যাব অন্তরঙ্গ মিতা,
আমার এ ভালোবাসা একরত্তি হবে না গো তিতা;
শপথ রাখোনি তুমি ঝরে গেছে প্রণয়-অমিয়

তবুও বিরহে ভুগে বলে উঠি কাছে এসো মিতা,
আমার হৃদয়ে জ্বলে দাউ-দাউ দুনিয়ার চিতা।

৯. ৬. ২০০৮

কল্পনার ফাঁদ

তোমার আমার প্রেম মধুমিতা কল্পনার ফাঁদ;
ধাঁধা-ধাঁধা, ঘরবাঁধা হবে নাকো তোমার আমার।
আমি ভালোবাসি চাঁদ, অন্ধকার পছন্দ তোমার;
খেউর গেয়ে সুখী তুমি, আমি করি ভজন আস্বাদ।
মধুমিতা লাল নীল রং তুমি খুব ভালোবাসো,
গোলাপি রুপালি রং আজন্ম আমার খুব প্রিয়,
ভিখিরি দেখিলে তুমি বেঁকে বসো, বেদনায় আমি নমনীয়।
মধুমিতা আমি যদি কেঁদে উঠি তুমি শুধু হাসো।

মধুমিতা তোমার আমার বহু মৌলিক তফাত;
অবিরত ভালোবেসে কাঁদি আমি মানুষের দুখে;
তুমি শুধু রুনুঝুনু বেজে ওঠো রোজ আত্মসুখে,
নির্বিকার মানুষের সুখাসুখ করে না আঘাত।
তোমার আমার প্রেম মধুমিতা কল্পনার ফাঁদ;
ধাঁধা-ধাঁধা ঘরবাঁধা হবে নাকো তোমার আমার।

১০. ৬. ২০০৮

...গানে ভাঙে কামাখ্যার ধাম

চেরাপুঞ্জি মাথা নাড়ে ধারাসার আসাম অঞ্চলে ;
ঝিরিঝিরি বৃষ্টিপাত দিনরাত রিমঝিম গান ;
মাথা নাড়ে হিমালয় মেঘালয় বৃষ্টি অফুরান ;

ব্রহ্মপুত্র রেগেমেগে অগ্নিশর্মা, দেশ ডোবে জলে।
বর্ষা এলো বৃষ্টিপাত রিমঝিম মধুর সঙ্গীত,
বাড়িঘর নলতল গাঁয়েগঞ্জে জল-জল-জল।
নদী নদে ধ্বনি ওঠে কলকল খলখলখল ;
লক্ষ গ্রাম গ্রাস করে নৃত্য করে রাক্ষস লোহিত।

বর্ষা এলো আসামের লক্ষ ত্রাস, অসীম অসুখ।
প্রতিদিন দিকে-দিকে কান্না ঝরে জলের তাণ্ডবে,
প্রতিদিন বান-বান, জল ডাকে নিয়ত আহবে
জলে ভাসে ঘরদোর গাঁয়গঞ্জে অশ্রু-ভেজা মুখ।
হিমালয় মেঘালয় মাথা নাড়ে বিচ্ছিন্ন আসাম।
রিমঝিম রিমঝিম গানে ভাঙে কামাখ্যার ধাম।

২৭. ৬. ২০০৮

সঙ্গোপনে প্রেম করো

মিতার প্রেমের ঘ্রাণে রমানাথ উন্মাদ-উন্মাদ;
মিতা বলে বাঁধভাঙা ভালোবাসা শ্রেয় নয় কবি,
সঙ্গোপনে প্রেম করো, তালা থেকে দূরে রাখো চাবি;
প্রেম নিয়ে কানাঘুষো, চুর-মার করে দেয় সাধ।
রমানাথ বলে ধীরে : ভালোবাসা তরঙ্গিত নদী,
হিমাচলে জন্ম তার উছ্‌লে পড়ে ভারতসাগরে,
মিতা তুমি হাত ধরো, চলো ঘুরি প্রেমের নগরে,
মুক্তভূমি প্রেমপুরী কেউ নয় বাদী বা বিবাদী!

মিতা বলে সঙ্গোপনে প্রেম করা শ্রেয় রমানাথ;
রামা-শ্যামা যদু-মধু রুমা-রুমী থাকবে চুপচাপ;
নচেৎ প্রণয় বন্ধু নিত্যদিন মস্ত অভিশাপ।
সঙ্গোপনে প্রেম করো রাতভর হবে বৃষ্টিপাত;

তরঙ্গিণী রূপ ধরে উছ্‌লে পড়ব আনন্দ-সাগরে,
রাতভর প্রেম করো, আমি মুক্ত রাতের কন্দরে।

২৯. ৬. ২০০৮

জ্যোৎস্না রাতে আও চাঁপাবনে

প্রিয়তম বন্ধু তুমি জ্যোৎস্না রাতে আও চাঁপাবনে
প্রতিবেশী গুয়াবনে হবে বন্ধু রজনী-যাপন;
উপহার দেব পাকা আম জাম; দেব প্রাণমন;
রাতভর সঙ্গ দেব, মুখ রেখো কামরাঙা স্তনে।
বাইরে গেছে সহোদর, এই রাত তোমার আমার
আও বন্ধু কলার সুবাস ভাসে শীতল বাতাসে।
আমজাম কাঁঠালের কী মধুর গন্ধ ভেসে আসে
তৃণ পরে দেহ রেখে দেহে মাখো রূপের বাহার।

প্রিয়তম বন্ধু আও জ্যোৎস্না রাতে চাঁপগাছ তলে,
অযুত বছর পরে হবে বন্ধু রতিখেলা বনে;
ঝলমল গোলচাঁদ ঝুলে আছে আকাশভুবনে;
রাতভর হাত ধরে গল্প হবে প্রেমদীপ জ্বেলে।
আও বন্ধু ঘর বাঁধি মনোহর অরণ্য অঞ্চলে,
শিরোপরে নভোনীল, চলাফেরা শ্যাম বনস্থলে।

২. ৭. ২০০৮

চোখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি

চোখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি, এ হৃদয় জ্বলে জ্বলজ্বল
সারা অঙ্গ পুড়ে খাক, চিতাকাঠ আমার শরীর;
দাউ-দাউ জ্বলে দেহ, দাউ-দাউ ভিতর-বাহির;

কাছে এসো শত চুমা দিয়ে ঢালি জ্বালামুখে জল।
চোখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি, কামাগুন জ্বলে জ্বলজ্বল
প্রতিক্ষণ প্রেমাগুনে পোড়ে রোজ আমার হৃদয়;
কাছে এসো সঙ্গসুধা পান করে চিত্ত করি জয়;
দেহ পরে দেহ রেখে প্রাণে ঢালি রোজ ধারাজল।

চোখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি, এ হৃদয় জ্বলে জ্বলজ্বল
কামানলে প্রেমানলে দাবানল-প্রায় পোড়ে মন;
প্রণয়-তৃষ্ণায় দেহ প্রতিক্ষণ বাজে ঝনঝন;
কাছে এসো প্রেমে পুড়ে গায় ঢালি একগঙ্গাজল;
এসো-এসো কাছে এসো সুধাগাঙে রোজ করি স্নান;
প্রেম-বানে ভেসে-ভেসে ঝরে যাক ঝরে যাক প্রাণ।

৬. ৭. ২০০৮

ছন্দভঙ্গ

প্রকৃতি বাজান বীণা। রিমঝিম রিমঝিম গান।
সোনাপুরে হিরাপুরে মধুপুরে উড়ে যায় মন;
মনে হয় পুণ্যভূমি চরাচর এ ভব-ভুবন।
ছন্দভঙ্গ। কড়্-কড় বজ্রপাত ছিন্নভিন্ন প্রাণ।
প্রকৃতি বাজান বীণা। রিমঝিম রিমঝিম সুর।
মণিপুরে সোনাপুরে ইন্দ্রপুরে উড়ে যায় মন;
মনে হয় পুণ্যভূমি চরাচর এ ভবভুবন।
তালভঙ্গ। জলে ভাসে বানে ভাসে ঘরবাড়ি দোর।

প্রকৃতি বাজান বীণা। শিরে তার ক্ষিপ্ত জলধারা।
বীণা তার সুর সাধে, পাগলা ধারা সৃষ্টি করে ত্রাস,
করালীর রূপ ধরে বাড়ি ঘর দেশ করে গ্রাস,
লক্ষ তার ভবগাড়ি ছিন্নভিন্ন লন্ডভন্ড করা।

প্রকৃতি বাজান বীণা। রিমঝিম রিমঝিম গান।
তালভঙ্গ। জলে ভাসে বানে ভাসে ঘরবাড়ি প্রাণ।

১০. ৭. ২০০৮

প্রাণ নাশো দীর্ঘায়ু জনার

ওষধির মতো তুমি ঝরে গেলে হে বন্ধু আমার
উর্মিল শোকের স্রোতে রাতদিন করি সন্তরণ;
অবিরাম অসহন দাউ-দাউ বেদনা-দহন;
কুয়াশার তরী বেয়ে হলে বন্ধু বৈতরণী পার।
অকালে অন্তিম এলে অন্তহীন অশ্রু ঝরে রোজ
চরাচর কেঁদে ওঠে জলেস্থলে অশনি-সম্পাত;
দিনভর রাতভর চিৎভূমে শুধু অস্ত্রাঘাত;
বেদনা-তরঙ্গে স্নান, ঝড়ে ঝরে হৃদয়-সরোজ।

অকাল অন্তিম তুমি দূরে বহু দূরে করো বাস।
অসময়ে এলে তুমি দুর্বাসার শত অভিশাপ,
ভাল্লাগে না এ জীবন, মনে হয় বেঁচে থাকা পাপ।
মৃত্যু তুমি খুশি হও রুদ্ধ করে অশীতির শ্বাস।
প্রতিদিন অন্তহীন সকাতর প্রার্থনা আমার
হে অন্তিম কাছে আসো প্রাণ নাশো দীর্ঘায়ু জনার।

১৩. ৭. ২০০৮

সঙ্গী হলে

সঙ্গী হলে ডিঙি বেয়ে পাড়ি দেব উচ্ছল সাগর ;
বার-বার পায়ে হেঁটে পার হব একশো হিমাচল ;
নীলালোকে রূপদানি মেলে দেবে, করিব আদর;

চার পাশে ক্ষণে-ক্ষণ প্রেমদীপ জ্বলবে জ্বলজ্বল;
পলকে দুর্দিন হবে সোনামুখী সুদিন সুন্দরী;
অনুজার মতো হবে প্রতিক্ষণ আমার আপন;
জ্যোৎস্নালোকে প্রেমঢলে স্নান রোজ করিব ভ্রমরী।
তুমি হবে রাধা ধনি, আমি হব কানু হেন ধন।

সঙ্গী হলে কালাহারি পাড়ি দেব দুপুরে ভ্রমরী;
অন্ধকার হাওয়া হবে, ঝড়ঝঞ্ঝা হবে ম্রিয়মাণ;
কুয়াশা-আবৃত দেশে ঝলমল জ্যোৎস্নার বান;
নিমেষেই ধু-ধু মরু হয়ে যাবে সাভানা সুন্দরী;
লৌহখণ্ড হয়ে যাবে জাদুদণ্ড পরশ-পাথর;
হিমবাহে জেগে উঠবে সীতাকুণ্ড, অবন্তী-নগর।

১৪. ৭. ২০০৮

মরে গেলে

মরে গেলে
পাখি হয়ে ডাকব আমি
জাম ডালে বসে
ভোরের শিশির হয়ে
ঝরব টুপটাপ
স্বপ্নে দেব দেখা
ফুল হয়ে ফুটব আমি
গন্ধরাজ গাছে।

১৭. ৭. ২০০৮

ভালোবাসা বিলাস তোমার

তোমার চোখের মধু চেখে নিতে দুয়ারে দাঁড়াই,
আর তুমি নিমেষেই ঢুকে পড়ো অন্দরমহলে ;
আহত হরিণ হয়ে ফিরে আসি, এ হৃদয় জ্বলে।
বলিহারি! বলিহারি! যেন আমি আপদ-বালাই।
ভালো করে জেনে গেছি রঞ্জিত পাথরে গড়া চোখ,
প্রণয় চাও না তুমি রংখেলা তোমার স্বভাব,
অধমের প্রতি তাই নিত্য ঘৃণা—প্রীতির অভাব,
হেলা করে ঘৃণা করে পাও তুমি অন্তহীন সুখ।

সুনিপুণ নায়িকার মতো প্রেম বিলাস তোমার
আপনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, চাখো মহাসুখ,
প্রণয় চাও না তুমি রংখেলা তোমার দ্যুলোক,
সুতরাং দূরে দূরে বসবাস সঙ্গত আমার
ভালোবাসা কাছে গেলে বেড়ে যায় তোমার অসুখ,
ভালোবাসা পান করে প্রতিদিন আমার বিশোক।

১৯. ৭. ২০০৮

এই দেহ

এই দেহ জ্বলজ্বল ঝাড়বাতি আলো নাও প্রিয়;
প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ অবিরত নাও তার ঘ্রাণ।
এই দেহ অগ্নিলতা, মধুর আগুনে পোড়ো প্রাণ;
যোনিপদ্মে শিশ্নাঘাতে দাও-দাও ঔরস-অমিয়।
এই দেহ কামপুরী, প্রেমপুরী আনন্দ-আলয়;
এই দেহ ভোগ করে নিত্যদিন হও প্রিয়তম।
কামকেলি করো বন্ধু নিত্য দেব সুখ রম্ভাসম,
দেহ-দীপে প্রেম জ্বেলে হও বন্ধু পরম আত্মীয়।

মিলিত শরীর বন্ধু নিত্যদিন সৃষ্টি মূলাধার।
দেহভাণ্ড স্বর্গখণ্ড আত্মাজুড়ে দেবতার বাস;
সুমিলিত দেহ বন্ধু নিত্যদিন আনন্দ-আবাস,
এবং এ যুগ্ম-দেহে নিত্য বাস শিব ও শিবার।
দেহভাণ্ড স্বর্গপুরী, পীঠভূমি, অমৃত-আধার
প্রেম করে নরনারী অন্তরঙ্গ, মধুর সংসার।

২০. ৭. ২০০৮

মুচলেকা

মুচলেকা দিতে হবে আমি হব তোমার দয়িতা;
রূপসী যুবতী দেখে ভুলে তুমি হবে না পাগল;
কখনো হবে না তুমি বেড়া-ভাঙা তরুণ ছাগল;
আমি হব মধ্যমণি, আমরণ তোমার শাসিতা।
মুচলেকা দিতে হবে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ষাট লাখ,
অতি ভালো গাড়ি বাড়ি রাখবে রোজ রানির মতন
সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরবে টিভি দেখব, একটি নন্দন;
মাঝরাতে দেহ-তরু করবে তুমি পুলকে সবাক।

আরো কিছু ছোটো বড়ো শর্তাবলী রয়ে গেছে বাকি।
ভুল-ভাল হাস্যে-লাস্যে জয় করব পুরুষ-প্রজাতি,
জনপ্রিয় হতে তারো আছে-আছে প্রয়োজন অতি;
অটল বিশ্বাস রেখো বরাবর থেকে যাব সাকি।
নব নারী এসে যদি সৃষ্টি করে আমার বিপদ,
ছেলে সহ চলে যাব, ছেলে হবে আমার সম্পদ।

৩০. ৭. ২০০৮

রূপ-সায়রের কেন্দ্রমণি

ভোরের আলোয় স্নান করে মন
মানিক কুড়ায় রোজ
জ্যোৎস্নালোকে স্নান করে মন
হীরক কুড়ায় রোজ
নীল পাহাড়ে ভ্রমণ করে
নীলা কুড়ায় রোজ
ভ্রমণ করে শ্যামল দেশে
পান্না কুড়ায় রোজ

রাতের আকাশে জ্যোতির দেশে
মন কেড়ে নেয় রোজ
দিনের আকাশ নীলার রাজ্যে
মন কেড়ে নেয় রোজ
সুনীল সাগর মন কেড়ে নেয়
অসীম পারে রোজ
রূপ-সায়রের কেন্দ্রমণি
প্রকৃতি-মার পায় প্রণাম রোজ।

২৩. ৮. ২০০৮

নীল কিশোরী-১

নীল কিশোরী
আবার এসো আবার হেসো
আবার গেয়ো গান
হাসির ছোঁয়ায় সুরের ধারায়
আবার জাগাও প্রাণ
প্রাণের ছোঁয়ায় ফুল-বাগিচায়
ফোটাও গন্ধরাজ
প্রেমের ছোঁয়ায় রঙিন করো সাঁঝ।

নীল কিশোরী
আবার এসো আবার হেসো
মেঘের খেলা মেঘের মেলা
দুজন মিলে দেখব পুনরায়
পাখির ওড়া আলোর খেলা
ঊষার হাসি চাঁদের খুশি
দেখব দুজনায়
রঙিন হাওয়ায় প্রেমের খেলা
খেলব পুনরায়।

২৬. ৮. ২০০৮

মনের নারীর খোঁজে

মনের নারীর খোঁজে এঁকে বেঁকে যায় দিনরাত;
প্রত্যহ তাহার খোঁজে আকুল ব্যাকুল এই প্রাণ,
প্রত্যহ অভাবে তার ঘরবাড়ি ছত্রখান প্রাণ খানখান,
প্রত্যহ অভাবে তার হা-হুতাশ শত অশ্রুপাত।
দূরে বহু দূরে হায় মনের মানবী করে বাস;
নিত্যদিন অগোচরে যেন দূর গ্রহে তার বাড়ি;
অবিরত মনে হয় যেন বা সে কল্পনার নারী,
পার্থিব জগতে তার ভুলক্রমে পড়ে না নিঃশ্বাস।

জন্মভর অন্বেষণ করে গেছি মনের নারীর,
একবারও আঙুলের স্পর্শ তার লাগেনি হৃদয়ে;
তাহার অভাবে মন অবিরত কাঁদে রয়ে-রয়ে,
কেঁদে-কেঁদে প্রাণমন ঝরে গেছে, অভাবে অস্থির।
মনের নারীর বাস কোন দূর চন্দ্রমার দেশে
তাহার অভাবে কাঁদি বেদন-বেহাগে রোজ ভেসে।

১৩. ৯. ২০০৮
মুম্বই

সূর্যমুখী ফুল

সূর্যমুখী ফুল রোজ বিষকুম্ভ পয়মুখ তুল ;
কাণ্ড তার পাঁচ ফুট সর্পী এক সবুজ বরণ,
প্রত্যহ কামড়ে তার বিষে জরজর নরকুল,
কেউ মরে কেউ ঢলে বিষধারা যেন এ জীবন।
সর্পীকুল দংশন করে রোজ পুরুষ-প্রজাতি
মনে-মনে নৃত্য করে সুখ-সুরা নিত্য করে পান,
স্বাগত ভাষণ দেয়; আমি নারী পুরুষ-নিয়তি,
প্রণয়-কামড় খেয়ে মজে যুবা পুরুষ-প্রধান।

নারী কাছে নরকুল নিত্যদিন শৌর্যবীর্যহীন;
যুদ্ধ থেকে ফিরে রাজা দেখে তার রানি গেছে চুরি,
ইতিহাস সাক্ষী তার, এ দৃষ্টান্ত আছে ভূরি-ভূরি,
মূলত পুরুষ জাতি নারীদাস রমণী-অধীন।
রূপের আফিং খেয়ে মূর্ছা যায় পুরুষ-প্রজাতি;
নারী তার ঘরে জ্বালে ইচ্ছে খুশি লাল নীল বাতি।

২০. ৯. ২০০৮
মুম্বই

তুমি-১

তোমার তুলনা ফুল
তোমার তুলনা হুল

তুমি শঙ্খিনী সাপ
রক্তাভ গোলাপ

স্বর্গের দুয়ার
নরকের মুখ।

২৭. ৯. ২০০৮
মুম্বই

স্বর্গফুল

সাধারণ মেয়ে তুই, স্বর্গফুল ভালোবাসা তোর
গাঢ় কালো চোখ তুলে অনাবিল ভালোবাসা ছড়াস হৃদয়ে
ইচ্ছা করে ভ্রমরের মতো রোজ
তোর প্রেম-ফুলে বসে করি সুধা পান
কী ডাগর চোখে চেয়ে অনাবিল ভালোবাসা ছড়াস হৃদয়ে
নবীন সূর্য ওঠে আকাশে আমার
ষোলো-কলা চন্দ্র ওঠে আকাশে আমার
ইচ্ছা করে ভালোবাসা-গাঙে তোর স্নান করে রোজ
একাকাশ মুক্তি কুড়াই
আমি হই মজনু তোর, তুই হ' লায়লা আমার
প্রেমে-প্রেমে প্রেম-মহাবানে ভাসি আমরা দুজন
প্রেমে-প্রেমে প্রেম-মহানদে ভাসি আমরা দুজন
তুই হ' আমার লায়লা, আমি হই মজনু তোর
সাধারণ মেয়ে তুই, স্বর্গফুল ভালোবাসা তোর।

২৮. ৯. ২০০৮
মুম্বই

শীতে মিঠে রোদ

সাধারণ মেয়ে তুই তোর সঙ্গে প্রেম করি রোজ।
তোকে দেখে মন দোলে, দোলা লাগে হৃদয়ে আমার;

নিমেষেই এ হৃদয় হয়ে যায় সোনালি সবুজ।
ইচ্ছা করে প্রেমে তোর স্নান করি দিনে দুশো বার।
সাধারণ মেয়ে তুই প্রেম তোর মাছ-ভাজা রোজ,
বিরিয়ানি চাও-চাও, ম-ম গন্ধ পোলাও সুন্দরী।
ইচ্ছা করে রাত্রিদিন অঙ্গ চেটে কাজল ভ্রমরী,
আমার এ চিত্তভূমি করে নিই গোলাপি সরোজ।

সাধারণ মেয়ে তুই তোর প্রেম শীতে মিঠে রোদ,
কড়া রোদে জ্যোৎস্না যেন জলে যেন বিশাল রোহিত।
কুলীন মেয়ের প্রেম শ্রাবণের ভয়াল লোহিত,
কাঠফাটা রোদ যেন, ঝড়ঝঞ্ঝা, একশো তার খুঁত।
সাধারণ মেয়ে তুই প্রেম তোর নব জলধারা,
প্রেম-জলে স্নান করে প্রতিদিন চিত্ত আত্মহারা।

৩০. ৯. ২০০৮
মুম্বই

ভালোবাসা কৌস্তুভ-রতন

বুড়োর প্রেমের গন্ধে ছুঁড়ি তুই পাগল-পাগল।
বুড়ো কি সোঁদল গাছ? তুই তার রূপ দেখে ভোর,
অমারাতে চাঁদ নাকি কিংবা ও কি ডুমুরের ফুল?
নাকি বুড়ো প্রতিদিন চোখে তোর রূপরাজ সুর?
বুড়োর প্রেমের গন্ধে প্রতিদিন পাগল সুন্দরী,
বুড়ো বুঝি তোর চোখে ঋতুরাজ বসন্ত-স্বরূপ!
তার প্রেম পান করে ছুঁড়ি তুই রাতদিন চুপ

বার-বার মিঠে স্বরে বলে যাস নবীনা ভ্রমরী :
প্রেম-রাজ্যে ছুঁড়ি বুড়ো যুবা বুড়ি নিত্য একাকার,
ছোঁড়া-ছুঁড়ি বুড়া-বুড়ি যুবায়ূনী তুল্যমূল্য রোজ;
নরনারী নিত্যদিন অন্তরঙ্গ জন করে খোঁজ;

সন্তর্পণে সঙ্গোপনে কণ্ঠে তার দেয় মণি-হার;
ভালোবাসা প্রতিদিন কল্পতরু করে অন্বেষণ,
ভালোবেসে প্রেমী দেখে করতলে কৌস্তুভ-রতন।

৬. ১০. ২০০৮
মুম্বই

আজ আলো কাল কালো

জানি জানি আজ আলো কাল কালো পরশু মতিভ্রম;
একদিন শঙ্খচূড় একদিন গন্ধরাজ ফুল;
একদিন সোনাতরু একদিন রানি বেশে যম;
কী যে করি একদিন ফুল তুমি একদিন হুল!
একদিন হাসিখুশি পূর্ণিমার চাঁদ তুমি,
একদিন ঝড়ো হাওয়া আদিগন্ত ভয়াল সিমুম;
একদিন রাত্রিদিন লাল নীল প্রেমভূমি,
একদিন মহারাত্রি কালরাত্রি রজনী নিঝুম।

কী যে করি একদিন প্রেমে ডাকি একদিন ঘৃণা,
একদিন কাছে টানি একদিন দূরে করি বাস।
এভাবে এভাবে কাটে দিনক্ষণ কাটে বারোমাস;
একদিন বীণাধ্বনি একদিন ডাল নুন বিনা;
একদিন সোনাঝুরি প্রেমপুরী, দখিনা বাতাস
একদিন ঝড়ঝঞ্ঝা চূর্ণচূর্ণ গোলাপি আবাস।

৬. ১০. ২০০৮
মুম্বই

গোলাপি তরুণী

গোলাপি তরুণী
পাছা দুটি তোর সোনার কলস
আ মরি! আ মরি রূপ!
স্তন দুটি তোর মালধোয়া আম
উড়ু-উড়ু কালো চুল
একাধারে প্রেম
একাধারে হেম
আ মরি! আ মরি রূপ!

মুখখানি তোর মেনকার মতো
মায়াতরু সারা অঙ্গ
সোনালি আগুন ঝরে-ঝরে পড়ে
গোলাপি আগুন ঝরে-ঝরে পড়ে
নিয়ত অঙ্গ থেকে
রূপে প্রেমে পড়ে ঘরবাড়ি বাঁধে লোক
আ মরি! আ মরি প্রেম!
আ মরি! আ মরি রূপ!

৯. ১০. ২০০৮

নিরুত্তর নচিকেতাগণ

বাড়ি-বাড়ি করে মরি
কোথা আছে ঘরবাড়ি
প্রতিবেশী তরুলতা ফুলফল হবে পরবাসী
অন্ধকারে ডুবে যাবে এই ভববাড়ি।

মুহূর্তের জন্য আমি পাখি এক ডালে বসে ডাকি
ঢেউ এক জেগে উঠে পুনরায় জলে ভেঙে পড়ি

দিগন্তের দিকে হাঁটি
ঠিকানাবিহীন।

প্রাণপিক উড়ে গেলে ফিরে আসে নাকি
প্রশ্ন করে নিরুত্তর নচিকেতাগণ।

৩. ১১. ২০০৮

অলকা নগর

এ জীবন ঘোড়-দৌড়
কাছে দূরে হাজার জঞ্জাল
শেষদিন
শুভদিন
শান্তিপুর
অলকা নগর।

৬. ১১. ২০০৮

নিয়তি

মহাবৃক্ষে ঝুলে আছি যেন এক ফল;
যে-কোনো মুহূর্তে হবে আমার পতন।
তৃণতুল্য জীব এক,
ঝঞ্ঝাঘাতে ঝরে-পড়া আমার নিয়তি।

১১. ১১. ২০০৮

নদী বয় ছন্দ তুলে গায়

আশমানে সূর্য জ্বলে চাঁদ জ্বলে তারার আসর
চিত্রিত পাহাড় নদী পৃথিবীর গায়
গাছে-গাছে ফুল ফোটে ফল ধরে
বনে-বনে গান গায় প্রজাপতি পাখি করে গান
আসমান মুখ দেখে সাগরের জলে
মানুষের হাট বসে সুষমার পায়।

যুগে-যুগে
তৈমুর-নাদির ছাড়ে ভয়াল হুঙ্কার
ঝড় ওঠে—সৃষ্টি করে-ত্রাস
নিথর মানুষ।
ঝড় থামে
নদী বয় ছন্দ তুলে গায়
সুষমার পায় বসে মানুষের হাট।

১৯. ১১. ২০০৮

অলকা

গায়ে তোর মন্দারের গন্ধ-সুধা রোজ,
নিমেষেই হয়ে যাস স্বজন কুটুম।
তুই এলে জেগে উঠি, ভেঙে যায় ঘুম
ঘরবাড়ি চরাচর সোনালি সবুজ।
তুই এলে দেহযন্ত্র সুর সাধে রোজ
বেহেলার মতো দেহ বাজে সুমধুর,
রাত্রিদিন দেহ থেকে ঝরে শুধু সুর,
নারী তুই রাত্রিদিন সোনালি সরোজ।

গায়ে তোর মন্দারের গন্ধ-সুধা রোজ।
নারী তুই প্রাণমন অলকা আমার,
প্রতিদিন দেহ থেকে ঝরে সুধাসার,
দেহে তোর করি রোজ অমরীর খোঁজ
নারী তুই প্রাণমন, অলকা আমার;
লাল পরি নীল পরি রাগিণী বাহার।

২১. ১১. ২০০৮

রোজ করো বেচাকেনা

দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করে রোজ করো জয়-জয় খেলা
নরমেধ যজ্ঞ করো কামাগুনে পুড়ে-পুড়ে প্রাণ;
রূপাগুনে পোড়ো রোজ যুবাবৃদ্ধ পুরুষ-প্রধান;
হাস্যে লাস্যে জয় করো, পথে-পথে ভাসে জয়ভেলা।
প্রেম নয়, জয়-জয় খেলা নারী তোমার স্বভাব,
হাস্যে লাস্যে দৃষ্টিবাণে জয় করো পুরুষ-প্রজাতি
আত্মসুখে মত্ত রোজ, প্রতিদিন কী যে আত্মরতি;
শিরায়-শিরায় বয় কুঞ্জরীর মতো কামভাব।

প্রেম নয়, প্রতিদিন আত্ম-সুখে নাচো ধিন-ধিন;
বেকুব পুরুষ ভাবে এই বুঝি অপার্থিব প্রেম,
বিনিময়ে সে তোমায় রোজ ভাবে মণিরত্ন হেম,
ভালোবেসে প্রাণ সঁপে—পাদপদ্মে হয় রোজ লীন।
প্রতিদিন জলে ভাসে সমর্পণ, প্রীতি ভাসে জলে
যুবাবৃদ্ধ বেচাকেনা করো তুমি জয়-জয় খেলে।

২৩. ১১. ২০০৮

পাখি রে ক'দিন

পাখি রে ক'দিন ডাকবে তুমি
হাওয়া হবে অসীম আকাশে
আঁধার থেকে এলে উড়ে
ফুড়ুত করে হাওয়া হবে
অপার আকাশে

আসা-যাওয়া বিশ্ব-বিধান
পাখি রে মিছে অশ্রু ফেলো
মায়া-নদীর জলে।

২৪. ১১. ২০০৮

ভালোবাসা জ্বালা দোলা

মাঝরাতে দোলা তুই স্বপ্নে দেখা দিস।
ঘুম ভাঙে জেগে উঠি যায় বিভাবরী,
পুনর্বার চোখে ঘুম আসে না সুন্দরী!
ভালোবাসা জ্বালা দোলা জ্বালা অহর্নিশ!
মাঝরাতে স্বপ্নে দিই হাজার চুম্বন,
তুইও বিছিয়ে দিস দেহ ঢলঢল,
লাল নীল প্রেমে জ্বলে সোনা ঝলমল,
স্বপ্নে তুই রূপবতী ঊষার মতন।

দিনে তুই মায়াবিনী প্রতিবেশী বউ;
কাছে এলে গলে যাই ঝরে যাই রোজ,
করতলে ফুটে ওঠে গোলাপি সরোজ,
সন্নিকটে এলে জিব থেকে ঝরে মউ।
মাঝরাতে দোলা তুই স্বপ্নে দেখা দিস,
ভালোবাসা জ্বালা দোলা জ্বালা অহর্নিশ।

১. ১২. ২০০৮

শালি এবং জামাইবাবু

শালি এবং জামাইবাবু
ভাই-বোনের মতন ঠিকই
হঠাৎ-হঠাৎ জ্বর উঠে যায়
আগুন জ্বলে গায়
মাঝে-মাঝে যান হয়ে যান
কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া শুক-শারি প্রায়

শালি এবং জামাইবাবু স্বজন বন্ধু
আগুন জ্বলে আগুন নিবে যায়।

৯. ১২. ২০০৮

ঈশ্বর

আকাশ-বাতাস মৃত্তিকার কাছে ঋণী
জল-জল-জলের নিকট ঋণী
ঋণী আমি আলোকের কাছে

পঞ্চভূত ফুল দিল ফল দিল
শিশু নারী চরাচর দিল উপহার
জয়-জয় পঞ্চভূত, ঈশ্বর আমার।

০০. ১২. ২০০৮

কী যে করি কী যে করি

একাধারে দেবদূতী, জীবজন্তু ধনি;
মন্দ লাগে প্রেম করা, মন্দ লাগে ঘৃণা;
ইচ্ছা করে দূরে থাকি, ভুলেও পারি না;
কী যে করি কী যে করি যেন ঊষা-শনি!

অন্য নারী কাছে যাই সে-ও তিতা-মিঠা;
সন্ধেবেলা ফুল যদি ভোরবেলা হুল;
মধ্যদিনে আলো যদি সন্ধেবেলা শূল;
আজ যদি মিঠে আম কাল কালো চিটা।

কী যে করি কী যে করি মরি-মরি ধনি!
যেন তুমি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সুখে মরি-মরি,
যেন অতি কড়া রোদ কষ্টে সহ্য করি,
একাধারে সোনাহীরা, রাহু-কেতু-শনি।
কী যে করি কী যে করি মরি-মরি ধনি!
একাধারে দেবদূতী, জীবজন্তু ফণী।

০০. ১২. ২০০৮

প্রথম যেদিন তুমি

প্রথম যেদিন তুমি স্বর্ণ-দেহ দিলে উপহার,
নিমেষে লাজুক-লতা, গায় ফুটল হাজার কমল
জ্বলজ্বল ঝলমল করে উঠল বিশ্ব-চরাচর,
দেহদানি রূপাগুনে সোনাঝুরি ঝলমলঝল,
অন্তহীন হর্ষ-ঢেউ উঠেছিল প্রীতির সাগরে,
সংখ্যাহীন রামধনু ফুটেছিল সমস্ত আকাশে,
সোনাঝরা সুর ছিল গান ছিল সমূহ বাতাসে,
দেহ-জুড়ে প্রেমাগুন জ্বলেছিল পুষ্পধনু-বরে।

প্রথম যেদিন তুমি স্বর্ণ-দেহ দিলে উপহার,
মন-জুড়ে প্রাণ-জুড়ে উঠেছিল লাল নীল ঝড়;
চরাচর-জুড়ে ছিল বহু রং আলোর ঝালর;
প্রেমাগুনে জ্বলে পুড়ে ঝলমল ব্রহ্মাণ্ড অপার।
প্রথম যেদিন তুমি স্বর্ণ-দেহ দিলে উপহার,
সেদিন থেকেই তুমি অন্তরঙ্গ বান্ধবী আমার।

২২. ১২. ২০০৮

ভূভারত ডুবে গেছে

জেনে গেছি ভূভারতে সর্বজন পাবলিক এখন,
মৈত্রেয়ী গার্গীর দেশে লাখো-লাখো বেজন্মা পুরুষ;
মানুষ বিরল আজ, প্রতিজন ভালোবাসে রুপালি কলুষ;
রাজকীয় বেশ পরে পথচারী লাখো দস্যুগণ।
ভালোবাসা ঝরে গেছে প্রীতিহীন এখন মানুষ,
স্বজন সুজন বন্ধু ধারে কাছে দুর্লভ এখন;
ধারে দূরে দুঃশাসন করে রোজ পক্ষ বিধূনন;
খুঁজেও পাবে না আজ ভূভারতে উজ্জ্বল পুরুষ।

ভাইবন্ধু পরিজন কেউ নয় আপন এখন
আপনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এখন মানুষ;
জনগণ স্বপ্ন দেখে প্রেম নয়, সোনালি কলুষ;
আত্মপ্রেম-আত্মসুখে আজকাল বন্দি সর্বজন।
ভূভারত ডুবে গেছে তরঙ্গিত দক্ষিণ সাগরে;
কেউ নেই কাঁধে তুলে নিয়ে যাবে অলকা নগরে।

২২. ১২. ২০০৮

তরঙ্গিণী হও তুমি

বিরহ-আঘাতে মরি, দীর্ঘদিন দেখিনি সুন্দরী;
মনে হয় অহরহ আগুন-সাগরে যেন বাস,
যে-কোনো মুহূর্তে যেন থেমে যাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস;
তাড়াতাড়ি উড়ে এসো অন্তরঙ্গ কাজল ভ্রমরী।
দীর্ঘদিন প্রিয়তমা কৃষ্ণা নারী তোমায় দেখিনি;
মনোভূমি জুড়ে জ্বলে দাউ-দাউ জ্বালামুখ প্রিয়া,
রাত্রিদিন শান্তিহীন বিরহ-আগুনে জ্বলে হিয়া;
তাড়াতাড়ি উড়ে এসো অন্তরঙ্গ কাজল কামিনী।

কী যে করি কী যে করি রাত্রিদিন শান্তিহীন প্রিয়া!
কাছে এসো হাত ধরো জল-জল-জল চাই ধনি।
বিরহ-আঘাতে মরি রাত্রিদিন কাজল নয়নী
হাতে হাত রেখে প্রিয়া শান্ত করো দাউ-দাউ হিয়া।
কী যে করি কী যে করি অনন্ত বিরহে মরি প্রিয়া!
তরঙ্গিণী হও তুমি প্রেমবানে ভেসে যাক হিয়া।

২৯. ১২. ২০০৮

জগন্নাথ

মানুষ গান গেয়ে তোমার প্রশস্তি করে
নদী কুলুকুলু স্বরে বন্দনা করে তোমার
পাখিরা কাকলি করে গান গায় তোমার
সাগর নৃত্য করে বন্দনা করে তোমার
মহর্ষির মতো বসে তোমার ধ্যান করে পাহাড়
আলো পরে লক্ষ কোটি সূর্যতারা আরতি করে তোমার
মহাকাশ তোমার বসার আসন
তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার ঐশ্বর্য
কেউ তোমাকে ডাকে আল্লাহ্
কেউ গড্
সর্বত্র পরিদৃশ্য তোমার হাত
আমি তোমাকে ডাকি জগন্নাথ।

৩০. ১২. ২০০৮

জীবন নদী আজব চিজ

তুমি আসছ আমার বাড়ি
আমি যাচ্ছি তোমার বাড়ি

সব ছিল ঠিকঠাক
হঠাৎ এলো বৈশাখী ঝড়
তুমি হলে দূরবাসিনী
আমি দ্বীপান্তর

বহু বছর পর
তুমি এলে আমার বাড়ি
আমি গেলাম তোমার বাড়ি
তুমি তখন মিসেস রায়
সঙ্গে আমার মিসেস ব্যানার্জি

জীবন নদী আজব চিজ
উল্‌টো বয় পানি।

৩১. ১২. ২০০৮

জাদু জানো জাদু জানো ঝুমা

[ভুলবশত, এই কবিতাটি এবং 'স্মৃতিকুঞ্জে ডাকি ক্ষণে-ক্ষণ' নামের কবিতাটি আমার নির্বাচিত কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেজন্য এই গ্রন্থটিতেই কবিতা দুটি সন্নিবিষ্ট হলো। গ্রন্থকার।]

জাদু জানো জাদু জানো জাদু জানো ঝুমা। তুমি এলে
শুরু হয় ভানুমতী-খেলা। সম্মোহন-বাণে বিদ্ধ
তনুমন প্রাণ। অন্ধ হ'য়ে দিবারাত্র করি নাচ
গান। শতরঞ্চ খেলা খেলো। রাজামন্ত্রী চাল চালো।
নিমেষেই হও বিজয়িনী। জাদু জানো জাদু জানো
জাদু জানো ঝুমা। স্তনমালা মেলে ধরো। তেরছা চোখে
চেয়ে থাকো। হাস্যে লাস্যে ঝড় তুলে জয় করো মন।
জাদু জানো জাদু জানো জাদু জানো প্রাণ-প্রিয়া ঝুমা।

তোমার জাদুর খেলা ভাল্ লাগে ভাল্ লাগে খুব।
তোমাকেই কেন্দ্র করে অন্ধের মতো নাচি রোজ।

প্রাণজুড়ে ওঠে হর্ষ-ঝড়। প্রেম-ঝড়ে লন্ডভন্ড
প্রাণ! মূর্ছারোগে অবশ শরীর। মরি-মরি প্রেম!
তোমার জাদুর খেলা ভাল্ লাগে ভাল্ লাগে খুব।
ঝুমা তুমি রতি হও। আমি হব পুষ্পধনু রোজ।

২১. ১০. ২০০১

স্মৃতিকুঞ্জে ডাকি ক্ষণে ক্ষণ

বিশ্বাসঘাতিনী শোনো তোমার মঙ্গল চাই রোজ।
একেবারে স্বাভাবিক প্রেম ছিল তোমার আমার,
যেমন ভ্রমর করে অকারণ পরাগে বিহার ;
তবুও বান্দরী ছ'টি আর ক'টি মর্কট অবুঝ,
তোমার আমার প্রেম শিলাঘাতে করেছিল খুন।
কু-মন্ত্রণা দিয়েছিল দিনরাত তোমাকে সুন্দরী :
ঝেড়ে ফেল্ পরকীয়া, ঘর কর্ উজ্জ্বল শর্বরী ;
ফলত মধুর প্রেমে ধরেছিল ঊনকোটি ঘুণ।

নিমেষে কুঞ্জরী-রূপ ধরেছিলে প্রেম-কুঞ্জ-বনে।
লাথির আঘাতে ক'রে চূর্ণ-চূর্ণ প্রীতি-উপহার
অবলীলাক্রমে তুমি হয়েছিলে করালী সুন্দরী ;
তবুও তোমাকে আমি স্মৃতিকুঞ্জে ডাকি ক্ষণে ক্ষণে ;
গলায় পরিয়ে দিই প্রেম-ভরে সাতনরি হার ;
ঘুম-ঘোরে বার-বার ডেকে উঠি শর্বরী-শর্বরী।

১৮. ১০. ২০০২
মুম্বই